শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

(কলিকাতা গেজেট, ৩১শে মার্চ্চ ১৯৪১)

রহস্যের মায়াজাল

শ্রীযতীন সাহা

পুনর্মুদ্রণ

বৈশাখ—১৩৫০

দেব সাহিত্য-কুটীর

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন.
কলিকাতা

প্রিণ্টার—এস্, মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা।

দাম বার আনা]

"বাঁচাও! বাঁচাও! নিল! নিল!"
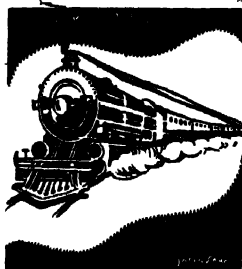
গরমের ছুটীর..মাত্র একদিন বাকী। এরই ভেতর হোস্টেল প্রায় খালি হয়ে গেছে। অমল ঠিক করল বাহাদুরের সাথে সে যাবে তাদের দেশে বেড়াতে। বাক্স পেঁট্‌রা বাঁধা ছাঁদা ঠিক! চাকর এসে বলল, "ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এসেছি বাবু!"

চাকরের মাথায় দু'জনের দু'টো সুট্‌কেস আর দু'টো বিছানা চাপিয়ে দিয়ে অমল আর বাহাদুর হন্ হন্ করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। সিঁড়ি যেখানে এসে শেষ হয়েছে, ঠিক তারই পাশে দেয়ালের গায়ে খোলা চিঠির বাক্স। বাক্সটা পেরিয়ে গিয়েও কেন যেন অমল আবার ফিরে এল। উঁকি দিয়ে দেখল, একখানা সাদা খাম। চিঠিখানা অমলেরই। এ সময়ে আবার চিঠি লিখল কে? হাতের লেখা দেখেও অমল চিনতে পারল না, কার লেখা সেই চিঠি। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলেই অমল আগে দেখল কে লিখেছে। নীচে চেয়ে দেখল—"আশীর্ব্বাদক—তোমার মামাবাবু"। উৎসুক হয়ে অমল চিঠিটা পড়তে লাগল। কিন্তু এক লাইন পড়তে না পড়তেই তার মুখ যেন কেমন কালো মলিন হয়ে গেল।

এতক্ষণে বাহাদুর ট্যাক্সিতে চেপে বসেছে। শিখ ড্রাইভার গাড়ীর ইঞ্জিন দিয়েছে চালিয়ে। ধোঁয়া ছেড়ে বার বার ইঞ্জিন ভীষণ ভাবে গর্জ্জন করে উঠছে। চিঠি হাতে অমল সেইখানেই হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে কি ভাবছে—খেয়ালই নেই!

হঠাৎ বাহাদুরের ডাকে সে চম্‌কে উঠল। চিঠিটা হাতে করেই এসে ট্যাক্সির কাছে দাঁড়াল।

অমলের মুখের পানে চাইতেই বাহাদুরের বুকটা কেঁপে উঠল। এক লাফে ট্যাক্সি থেকে নেমে একেবারে অমলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—"কি, কি হ'ল অমল তোমার ? অমন করছ যে ?"

অমল কথা কইল না। মুখ তুলে শুধু ইসারায় বল্‌ল, ট্যাক্সি থেকে তার স্যুটকেসটা নামাতে—তার যাওয়া হবে না। তারপর চিঠিখানা বাহাদুরের হাতে দিয়ে বল্‌ল "পড়ে দেখ। আমার মাথা ঘুরে গেছে।"

বাহাদুর চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগল—

"পরম কল্যাণবরেষু,

অমল আমি ভয়ানক অসুস্থ, বোধ হয় আর বাঁচিব না। অনেকবার তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলাম। আমার সব চাইতে একটা মূল্যবান জিনিষ তোমায় দিব বলিয়া ঠিক করিয়াছি, অনেকদিন হইতেই।

জানি, এক তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এ জিনিষ দেওয়া মানে তার অবমাননা করা। কেন না, এক তুমিই এ জিনিষ পাবার দাবী করতে পার—উত্তরাধিকারী স্বত্বে নয়, নিজের শক্তির জন্য। যদি এবার বাঁচি, তবে কলিকাতায় গিয়াই না-হয় দিয়া আসিব। কারণ তুমি হয়ত আমার এখানে আসিবে না। যদি একবার আসিয়া দেখা কর, তবে খুব খুসী হইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

তোমার মামাবাবু"

চিঠি প'ড়ে বাহাদুর কিছুকাল শূন্যের দিকে চেয়ে যেন কি ভাবল। তারপর একবার হঠাৎ অমলের হাতটা ধরে বলে উঠল—"অমল, মানুষের মরা-বাঁচা মানুষের হাতে নয়—

ভাণ্ডু আর অমলের মাঝখান থেকে বাহাদুরের দেহটা সর্‌সর্‌ করে শূন্যে উঠে গেল।

ভগবানের। তার জন্য মন-মরা হয়ে বসে বসে ভাবা তোমার মত ছেলের শোভা পায় না। আর ভাবলেই বা কি হবে? আমার মনে হয় এখনও যদি আমরা জোরে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে যাই, তবে বোধহয় দার্জ্জিলিং মেল ধরতে পারব। যদি ধরতে পারি তা'হলে কাল বেলা বারটার ভেতরই আমরা আসাম পৌঁছে যাব। আর ভাববার সময় নেই, উঠে পড় শিগ্‌গির ট্যাক্সিতে। ভাববার কথা যেটা, সেটা না হয় গাড়ীতে বসেই ভাবা যাবে।"

একটু আগে হাওড়া ইষ্টিশানে যাবার জন্য বাহাদুর ট্যাক্সি-ওয়ালাকে হুকুম করেছিল। এখন অমলকে নিয়ে গাড়ীতে চেপে বসে বল্‌ল—"চালাও শেয়ালদা মেন্ ষ্টেশন"! বোঁ বোঁ করে ইঞ্জিন গর্জ্জন করে উঠল; তারপরেই হাওয়ার বেগে গাড়ী ছুটে চল্‌ল বড় রাস্তা ধরে শেয়ালদার দিকে।

এক মিনিট, এক মিনিট মাত্র! কতটুকুই বা সময়, এরই ভেতর টিকিট কেটে গিয়ে গাড়ীতে চাপতে হবে! বাহাদুর এবং অমল যখন টিকিট কেটে এসে প্লাটফর্ম্মে ঢুক্‌ল, গাড়ী তখন সিটি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে কাছাকাছি যে কামরাটা পাওয়া গেল, তাতেই দু'জন উঠে বস্‌ল।

গাড়ী তখন ভয়ঙ্কর বেগে ছুটে চলেছে। রুমাল দিয়ে গলার নীচের ঘাম মুছতে মুছতে অমল বলল—"তবু ভাগ্যিস্ গাড়ী ধরা গেছে। ওঃ, কি ভয়ঙ্কর পরিশ্রমই না করতে হ'ল!"

বাহাদুরের কিন্তু একটুকুও পরিশ্রম হয় নি;—দেখলে ঠিক তেমনই মনে হয়। শুধু কপালে দু'এক বিন্দু ঘাম গাড়ীর বৈদ্যুতিক আলোকে এক একবার চক্ চক্ করে উঠছে।

মৃদু হেসে বাহাদুর বলল—"হাসি পাচ্ছে অমল তোমার কথা

শুনে। এইটুকুতেই এত পরিশ্রম! তবু ত একবার 'ইউনিভার-সিটি ট্রেনিং কোরে' যাওনি।"

বাহাদুরের গায়ে শক্তি অসাধারণ। দু'বেলা রোজ সে মুগুর ভাঁজে, বুক-ডন্ দেয়, বৈঠক দেয়। এর উপর রোজ গোল-দীঘিতে সাঁতার কাটে। ভোর বেলা বোর্ডিংএর সবাই খায় চা বিস্কুট; আর বাহাদুর খায় আদা ছোলা, পেস্তা বাদাম। এক দিনও তার এ নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম হয় না। আর দেহের সুঠাম গড়ন, চাটাল বুক, দৃঢ় কঠিন বাহু, প্রশস্ত ললাট, নির্ভীক চাউনি দেখে সবাই তার চেহারার তারিফ করে। মিলিটারী ট্রেনিংএর জন্য সে সপ্তাহে দু'দিন করে ফোর্ট উইলিয়মে যায়। ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোঁড়া, দৌড়ানো, লাফানো-ঝাঁপানো সব কিছুতেই তার বিষম আনন্দ।

প্রথম যখন অমলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, তখন থেকেই বাহাদুর জোর করে অমলের চা খাওয়া ছাড়াল। তারপর ধীরে ধীরে তাকে অভ্যাস করাল ব্যায়াম। সেই থেকে বাহাদুরের হাতে পড়ে অমলও নেহাৎ কম হয়ে উঠে নি। কিন্তু মনের জোর তার খুবই কম; সামান্যতেই সে ভেঙে পড়ে।

অমল বল্‌ল, "কথায় কথায়ই তোমার 'ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর'! আচ্ছা দাঁড়াও! এই ব'লে রাখ্‌ছি—এবার কল্‌কাতা ফিরে আমার প্রথম কাজ হ'ল ট্রেনিং কোরে ভর্ত্তি হওয়া।"

হেসে বাহাদুর বল্‌ল—"বেশ, আমিও ত' তাই চাই। বাঙ্গালা দেশের নেহাৎ ভাল ছেলেদের ধরে আমি চাই দু' বেলা উঠবোস করাতে; তাদের ননীর শরীর ভেঙ্গে ইস্পাতের শরীর গড়াতে। বাঙ্গালা দেশের যে দুর্নাম রয়েছে সেটাকে ঘুচাতে হবে অমল! দুনিয়ার লোকের কাছে বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। তাদের দেখাতে হবে যে বাঙ্গালী কাউকে ভয়

করে না, কারুর তোয়াক্কা রাখে না। তারাও মানুষের মত মানুষ; তাদের বুকেও সাহস আছে। প্রয়োজন হ'লে তারাও মরতে পারে—কিন্তু শেয়াল কুকুরের মত নয়। ট্রেনিং কোরে গিয়ে যখন বিউগিলের আর ব্যাণ্ডের তালে তালে পা ফেলে প্যারেড করি, তখন আমার ভয়ানক আনন্দ হয়। শরীরের রক্ত তখন উষ্ণ হয়ে ব্যাণ্ডের তালে তালে সমস্ত শরীরে নেচে বেড়ায়। বড় হয়ে আমি সেনানায়ক হব অমল! আমার একটা হুকুমে হাজার সেনার বন্দুক একই সাথে অগ্নি উদ্গীরণ করবে। কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়েছ ত? আমি তার চাইতেও ভয়ানক বেপরোয়া হতে চাই।"

বাহাদুরের কথার দিকে অমলের মন ছিল না, বার বার তার কেবলই মনে হচ্ছিল, মামাবাবুকে গিয়ে ভাল দেখবে কি না। দুর্ব্বল মন তার ভরসা পাচ্ছিল না,—মামাবাবুকে গিয়ে যদি আর সে দেখতে না পায়! মামাবাবু লিখেছেন তার সব চাইতে মূল্যবান্ জিনিষ তাকে দেবেন। কি সে জিনিষ? অনেক ভেবেও অমল কিছুই বুঝতে পারল না।

বাহাদুর দু'টো বেঞ্চের উপর দু'টো বিছানা করল; দু'জনে শুয়ে পড়ল। শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথির রাত। বাইরে চাঁদের আলো দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে। দুধারে অস্পষ্ট রেখায় গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ ফেলে গাড়ী প্রবল বেগে ছুটে চলেছে। মাঠের উন্মুক্ত হাওয়া গাড়ীর জানালা দিয়ে তীক্ষ্ণ ছুরির মত এসে গায়ে লাগছিল। একটু পরই বাহাদুর দিব্বি আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেকগুলো ভাবনা এসে অমলের মগজের ভিতর কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল। শত চেষ্টা করেও অমল তাদের হাত থেকে যেন রেহাই পাচ্ছিল না। কবে কোথায় তার মামাবাবুর সাথে

তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে! হয়ত সে ৭।৮ বছরেরও বেশী হবে। সেই যে-বারে তার মামীমা মারা যান। তখন সে ইস্কুলে পড়ে। তার মামাবাবু আসাম অঞ্চলে বন-বিভাগে চাকুরী করেন। কেন, কি তাঁর এত চাকুরীর দরকার? সংসারে তো তাঁর আর কেউ নেই। নিজের পেট চালাবার মতন যথেষ্ট টাকা তো তাঁর ব্যাঙ্কে জমা আছে। কেনই বা তাঁর শিকারের এত নেশা? নিজের ঘরটাকে করেছেন ছোট-খাট একটা যাদুঘর। দেয়ালে দেয়ালে তাঁর শিকারের সাক্ষী সাজান রয়েছে। কোথাও বাঘের ছাল, কোথাও হরিণের, কোথাও ভাল্লুকের, আবার কোথাও সাপের। সরকারী মিলিটারী রাইফেল আর পিস্তল তাঁর চিরসাথী।

ভাবতে ভাবতে অমল তার চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলল। ধীরে ধীরে তার চোখের পাতা দু'টো বুঁজে এল।

গাড়ী ঠিক তেমনি বেগেই ছুটে চলেছে। ডাক গাড়ী; পথ তার দীর্ঘ, কিন্তু বিশ্রাম খুব কম। সব ইষ্টিশানে থামে না।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে আছে অমল তার কিছুই জানে না। মাঝে ক'টা ইষ্টিশান পেরিয়ে এসেছে তারও ঠিক নাই। হঠাৎ দেখল সামনে তার মামাবাবু দাঁড়িয়ে। কিন্তু মামাবাবু এত রোগা কেন? নিশ্চয় এত দিন ধরে অসুখে ভুগে রোগা হয়ে গেছেন। অমল তার পায়ের ধূলা নিতে গেল, মামাবাবু যেন একটু দূরে সরে গিয়ে বললেন, "থাক থাক অমু, বেঁচে থাকো।" অমল মামাবাবুর মুখের পানে চাইল। দেখল তাঁর মুখে যেন একটুও রক্ত নেই; কাঁচা আদার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। অমল হাঁ করে মামাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলল—"এ কি চেহারা হয়ে গেছে তোমার! চেনাই যাচ্ছে না যে।"

একটু শুষ্ক হাসি হেসে মামাবাবু বললেন—"তাই ত এত তাড়া করে তোমায় আস্‌তে লিখেছি অমু! আমার সময় যে হয়ে এসেছে সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। এত রক্ত গা থেকে যদি পড়ে যায় তবে আর মানুষ বাঁচতে পারে কখনও। আমি জানি অনেক দিন থেকেই কতকগুলো অজ্ঞাত শত্রু আমার পেছু লেগেছে। কিন্তু আমিও ত কম সাবধানী লোক নই! একটা রিভলভার সর্ব্বদা কোমরে আর একটা রাইফেল সর্ব্বদা হাতে। তবুও সে রাস্কেলটা কি করে আমায় জখম করল তাই ভেবে পাই না। যাক্ অমু, তুমি যখন এসে পড়েছ তখন আর আমার ভাবনা নেই—মরতেও অতটুকু কষ্ট নেই। আমি নিশ্চিত হ'তে চাই, আমি যা করতে পারিনি তা' তুমি করবে। এই নাও, এই পিতলের কৌটোতে আমার সেই মূল্যবান জিনিষের বিবরণ আছে। মুখে বলবার মতন সামর্থ্য আমার আর নেই। খুলে দেখলেই বুঝতে পারবে। আর মুখে বলবার যায়গাও এটা নয়। কিন্তু খুব সাবধান! ঐ যা! আবার রক্ত পড়া সুরু হ'ল, উঃ!"

অমল এক মনে মামাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। কৌটোটা হাতে নিয়ে হঠাৎ সে চম্‌কে উঠল। চেয়ে দেখল মামাবাবুর বুকের উপরকার সাদা জামাটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। সে কি বলতে গেল, কিন্তু মামাবাবু তাকে নিষেধ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।—"অমু, অমু, সাবধান! খুব হুঁসিয়ার, ঐ যে দুর্ব্বৃত্তেরা আসছে! আর না, আমি যাই! কিন্তু সাবধান!—খুব সাবধান!"

চোখের সুমুখ থেকে হঠাৎ মামাবাবু অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু এরা কারা? অমল দেখল, কালো তাগ্‌ড়া জোয়ান গোটা কয়েক দস্যু। সিঁদুরের ফোঁটার মত টক্‌টকে লাল চোখ

রাঙিয়ে তেড়ে আসছে, হাতে তাদের ছোরা আর তলোয়ার। ঝড়ের মতন প্রচণ্ড বেগে এসে তারা অমলকে ঘিরে ফেল্‌ল। বল্‌ল—"কি হে ছোক্‌রা, মামার কাছ থেকে ওটা কি নিলে? বের করে দাও শিগ্‌গির, নইলে দেখতেই ত পাচ্ছ।"

অমল চীৎকার করে উঠল—"ওরে বাবা, মেরে ফেল্‌ল রে! বাহাদুর, বাহাদুর, বাঁচাও! বাঁচাও! নিল! নিল!"

চীৎকার শুনে বাহাদুর ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। অমলের মুখের কাছে ঝুঁকে বলল—"কি, কি হয়েছে অমল, কি নিল?"

তখনও স্বপ্নের ঘোর অমলের যায় নি, সে জড়সড় হয়ে একেবারে বাহাদুরের কোলের ভেতর মিশে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল—"কৌটো, কৌটো,......উঃ, না, মেরো না মেরো না!"

আশ্চর্য্য হয়ে বাহাদুর বলল—"কে, কে মারছে তোমায় অমল? আর কৌটোর কথাই বা কি বলছ?"

এতক্ষণে অমলের জ্ঞান হল। চোখ দুটো বড় বড় করে সে একবার বাহাদুরের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে নিল; তারপর দু'হাতে চোখ রগড়ে বলল—"বাহাদুর, আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল।"

ফ্লাস্ক থেকে জল গড়িয়ে দিয়ে বাহাদুর বলল—"কৌটো কৌটো বলে হঠাৎ অমন চীৎকার করছিলে কেন অমল?"

আশ্চর্য্যভাবে অমল বলল—"কই না!"

—"না মানে? চেঁচিয়ে তুমি আমার ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছ। আমি কি মিথ্যে কথা কইছি?"

হঠাৎ অমলের মনে হল কি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল; সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের কাছে ভেসে উঠল তার মামাবাবুর রুক্ষ শুষ্ক চেহারা, রক্তে ভেজা জামা, সেই কৌটো আর সেই দস্যুর

দল। অমলের বুকটা কেঁপে উঠল। একটা ঢোক গিলে সে চোখ দুটো কপালে তুলে বলল—"উঃ বাহাদুর, আমি এতক্ষণ কি ভীষণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম! কিন্তু আমার মনে হয় সে স্বপ্ন, সত্যি নয়। দেখ আমার গায়ের লোমগুলো পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে—শুন্‌লে তুমি একেবারে অবাক্ হয়ে যাবে বাহাদুর!"

বাহাদুর বলল—"বলই না শুনি আগে!"

অমল একে একে সব বলল। আগাগোড়া সমস্ত শুনে বাহাদুর বলল, "মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন সকল রকম স্বপ্নেরই একটা সঙ্গত কারণ আছে। আর সে কারণটা নির্ভর করে, যে স্বপ্ন দেখে তার মানসিক অবস্থার উপর। তোমার এই অদ্ভুত স্বপ্নটার ব্যাখ্যা আমি করে দিতে পারি অমল!"

অমল বলল—"কি রকম?"

"মানে, তোমার মামাবাবুর অসুখের খবর পাওয়া অবধি তোমার মন আর কিছুতেই ভরসা পাচ্ছে না, কেবলই ভাবছ হয়ত্ গিয়ে তাঁকে আর দেখতে পাবে না। এই জন্য স্বপ্নে তোমার মামাবাবু অত রোগা হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। তারপর একটা মূল্যবান জিনিষ তিনি তোমায় দেবেন লিখেছেন, অথচ সেটা যে কি তুমি জান না। তাই বার বার তোমার মনে নানা প্রশ্ন উঠছে—কি সে অমূল্য ধন। সেই জন্যই স্বপ্নে ঐ কৌটোটা তুমি পেয়েছ। হাঁ, তবে তুমি বলতে পার যে ও ডাকাতগুলো এলো কেন। তার অর্থ এই যে তুমি অত্যন্ত ভীরু। সেই মূল্যবান জিনিষভর্ত্তি কৌটোটা পেয়েই তোমার ভয় হয়েছে এত দামী জিনিষ যদি কোন ডাকাত এসে কেড়ে নেয়। অমনি স্বপ্নে ডাকাতের দলের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু আমি এ স্বপ্ন দেখলে দেখতাম অন্যরকম। কারণ আমি তোমার মত অত

ভীরু নই—বুঝলে অমল? দস্যুরা যদি বন্দুক হাতে করেও কৌটো নিতে আস্‌তো, তাহলেও আমি তোমার মত চেঁচাতাম না—উল্টে তাদের কৌটো নেবার সাধ মিটিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিতাম।"

অমল কি বলতে গেল কিন্তু বাহাদুর তাকে বাধা দিয়ে বলল —"যাক্, আর নয়! এর উপর আর কথা বল না অমল। দুশ্চিন্তায় তোমার মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে; তার চাইতে চুপ করে চোখ বুঁজে একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর। আজ রাত জাগলে কাল যদি মামাবাবুর শুশ্রূষার জন্য জাগতে হয় তো বিপদে পড়তে হবে।"

অমল আবার চোখ বুঁজল, কিন্তু বার বার তার মনে কেবলই প্রশ্ন জাগতে লাগল—কি সে মহামূল্য জিনিষ! কি জিনিষ!—কি!—কি!

ট্রেন থেকে নেমে আট ক্রোশ পাহাড়ী পথ গরুর গাড়ী চেপে যখন অমল আর বাহাদুর মামার বাড়ী পৌঁছালো, মামাবাবুর মৃত-দেহের সৎকার ক'রে তখন তাঁর প্রিয় চাকর ভাণ্ডু সবে বাড়ী ফিরেছে।

এ বাড়ীতে মামাবাবু আর ভাণ্ডু ছাড়া আর কেউ থাক্‌ত না। মামাবাবুর অভাবে সমস্ত বাড়ীটা যেন একেবারে শূন্য, শান্ত নীরব হয়ে গেছে।

প্রথমে বাড়ীর দোর গোড়ায় পা দিয়েই অমলের বুকটা কেঁপে উঠল। উঠোনের উপর ধপাস্ করে বসে পড়ে অমল দু'হাতে তার মাথাটা চেপে ধরল। দু'চোখে তার হু-হু করে জল এল। ডাক ছেড়ে অমল কেঁদে উঠল। চোখের জল মুছতে মুছতে ভাণ্ডু এল অমলের কাছে, কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেবার মতন ভাষা খুঁজে পেল না।

ছল ছলে চোখে উদাস দৃষ্টি মেলে বাহাদুর অমলের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।

এতক্ষণে তার হুঁস্ হ'ল গাড়োয়ানের ডাক শুনে। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাহাদুর এসে আবার অমলের কাছে দাঁড়াল। আদর করে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলল—"ছিঃ অমল, ছেলে মানুষের মতন তুমি কাঁদছ! সংসারে মানুষ কোনো কালে চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকে না। যারা দুর্ব্বল, যাদের মনের জোর নেই, তারাই বিপদে অস্থির হয়ে কাঁদে। তুমিও দেখছি তাদেরই একজন অমল!"

কাপড়ের খুঁটে মুখ চোখ মুছে অমল দাঁড়াল। তাইত! বাহাদুর ঠিকই বলেছে। কাঁদলে যেখানে মরা মানুষকে পাওয়া যায়না, মিছিমিছি কেঁদে কি লাভ!

ভেজা গলাটা একটু সাফ করে অমল বললে, "চল বাহাদুর, ঘরে চল। হাজার বন্ধু হলেও তুমি আজ আমার অতিথি।" তারপর ভাণ্ডুর দিকে চেয়ে বলল—"ভাণ্ডু, তুমি যাও রান্না-বান্নার জোগাড় দেখ।"

খেয়ে দেয়ে বাহাদুর এসে বাইরের ঘরে বস্‌ল। একটা চৌকি টেনে নিয়ে অমলও বস্‌ল তার মুখোমুখি হয়ে। একটু পরই একটা আলো নিয়ে ভাণ্ডু এল। তখন রাত হয়ে গেছে। আলোটা টেবিলের উপর রেখে ভাণ্ডু বলল, "ও ঘরে তোমাদের বিছানা করে দিয়ে এসেছি খোকাবাবু! আমিও পাশের ঘরে শোব 'খন। তোমাদের কিছু ভয় নেই। তার পর কাল সকালে মামাবাবুর সব কাগজ পত্তর দেখে শুনে বুঝিয়ে দেব। কাল সন্ধ্যার গাড়ীতেই আমি দেশে চলে যাব।"—বলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল।

অমল এতক্ষণ চুপ করে বসে আকাশ পাতাল কি ভাবছিল, চৌকিটা ভাণ্ডুর দিকে ঘুরিয়ে বসে সে বলল—"ভাণ্ডু, মামাবাবুকে যে আমরা এসে দেখতে পাব না, সে আমি আগেই জানি। কারণ কাল রাত্রে গাড়ীতে আমি ভয়ঙ্কর একটা স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু কি করে হঠাৎ মামাবাবু মারা গেলেন ভাণ্ডু, তা' তো বললে না!" ভাণ্ডু বলল—"রোজকার মতন সেদিন বিকেলেও তিনি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় দু'জন নেপালী কুলী তাঁকে কাঁধে করে বাড়ী নিয়ে এল। তখন তাঁর জ্ঞান ছিল না। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত! কুলীদের কাছে শুনলাম, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় হঠাৎ

পেছন থেকে কারা যেন তাঁকে আক্রমণ করে। তাতেই তিনি সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হন। বুকের উপর তাঁর ভয়ঙ্কর একটা ছোরার ঘা লেগেছিল। দু' দু' জন ডাক্তার সারারাত ধরে তাঁর কাছে বসে। কি করে যে রাত কাটল তা' ভগবানই জানেন! ভোরের দিকে তিনি চোখ মেলে চাইলেন। কি বলতে চাইলেন কিন্তু ডাক্তারেরা মানা করল।

তবুও তিনি এক রকম জোর করে একটা চিঠি লিখে ইসারা করে আমায় সেটা ডাকে ফেলে দিতে বললেন। পরের দিনের রাতও অনেক কষ্টে পোহাল; কিন্তু......," বলে একটা দীর্ঘ-শ্বাস ছেড়ে ভাণ্ডু চুপ করল। গলা তার তখন ভিজে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

অমল কিছু বলল না, শুধু একবার বাহাদুরের মুখের দিকে চাইল। তারপর একবার উত্তেজিত হয়ে বলল—"ভাণ্ডু, শোক করার এ সময় নয়। বাহাদুর! যেমন করেই হোক, মামাবাবুকে যারা হত্যা করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।"

শান্ত ভাবে বাহাদুর বলল—"অমল, মামাবাবুর শোকে তুমি মুহ্যমান হয়ে পড়েছ। তার উপর সমস্ত রাত্রিতে গাড়ীতে আদৌ ঘুমুতে পাওনি। একটু বিশ্রাম করে আজকের রাতটা ঘুমিয়েই নাও। তাছাড়া এ যায়গাটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। রাতটা কাটুক, কাল সকালে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করবো।" অমল বলল—"বেশ তাই হবে! কাল কিন্তু একথা ভুললে চলবে না বাহাদুর!"

রাত তখন অনেক হয়ে গেছে। বাহাদুর আর অমল মাঝের বড় ঘরটাতে ঘুমিয়ে আছে; তারই পাশে একটা ছোট ঘর, সেখানে ভাণ্ডু শুয়েছে একলা।

হঠাৎ বাহাদুরের ঘুম ভেঙে গেল। কি একটা শব্দে চমকে

উঠে সে দেখল, ঘরের কোণে লণ্ঠনটা তেমনি টিপ টিপ করে জ্বলছে। পর মুহূর্ত্তেই বাহাদুরের মনে হ'ল পাশের ঘরে কে যেন কাৎরাচ্ছে।

এক লাফে উঠে বাহাদুর ডাকল—"অমল, অমল!"

ঘুম ভেঙ্গে অমল ধড়মড়িয়ে উঠে বলল—"কি, কি হয়েছে বাহাদুর?"

চট্ করে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে একটু জোর করে দিয়ে বাহাদুর বলল, "শিগ্‌গির চলে এসো।" অমল কিছু ঠাহর করতে পারল না। একটা আসন্ন বিপদের কথা ভাবতেই তার বুকটা কেঁপে উঠল। মাতালের মতন টলতে টলতে সে বাহাদুরের পেছু ছুট্‌ল।

ছোট ঘরের কাছে এসে বাহাদুর থমকে দাঁড়াল। দরজা দু' দিকে খোলা, ঘর অন্ধকার! বাহাদুর আলোটা তুলে ধরে দেখলে, খাটিয়া থেকে মেজেতে পড়ে ভাণ্ডু গোঁ গোঁ করছে।

ছুটে ঘরের ভিতর গিয়ে বাহাদুর চেঁচিয়ে ডাকল "ভাণ্ডু! ভাণ্ডু!" কিন্তু কোনই সাড়া নেই।

খাটিয়ার কাছে একটা ঘটিতে জল ছিল, বাহাদুর তাড়াতাড়ি ঘটিটা নিয়ে ভাণ্ডুর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল।

একটু পরে ভাণ্ডু চোখ মেলে চাইল। ভয়ে সে তখনও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে!

অমল বলল—"কি হয়েছে ভাণ্ডু? অমন কচ্ছ কেন?" এতক্ষণে ভাণ্ডুর জ্ঞান হ'ল। উঠে বসে সে ভয়ে ভয়ে বলল, "কোথা গেল তারা?"

বাহাদুর বলল, "কারা?"

—"সেই জোয়ান জোয়ান দস্যু তিনটে!"

অমল হেসে বলল, "দস্যু আবার কোত্থেকে আসবে ভাণ্ডু? তুমি এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখছিলে তা' হলে!"

এবারে ভাণ্ডু বলল—"না খোকাবাবু, স্বপ্ন নয় সত্যি। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যেতেই মনে হ'ল কি একটা কালো ছায়ার মত আমার বুকের উপর চেপে বসে। আমি উঠতে যেতেই সেই কালো ছায়াটা আমার গলা চেপে ধরে বলল—"যাবি কোথায়! মনিবকে খতম করেও এখনও আসল জিনিষটাই পাইনি। এবার তোর পালা। বল শিগ্‌গির, সেই পেতলের কৌটো কোথায় রেখেছিস, নইলে গলা টিপে এইখানেই শেষ করবো!"

ভয়ে তখন আমার হাত পা অবশ হয়ে গেল। অনেক কষ্টে বললুম্, "গলা ছেড়ে দাও, চেপো না! দম বন্ধ হয়ে আমি মরে যাবো!"

বুকের উপর থেকে দস্যুটা বলল, "আচ্ছা গলা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু চেঁচালে,—এই দেখেছিস তো?" বলে বাঁ হাতে কোমর থেকে কি একটা বের করে আমার মুখের উপর ধরল। ঘরে তখনও একটু একটু আলো জ্বলছিল। সেই আলোতে যা দেখলুম তাতে আমার পিলে চমকে গেল। সেটা একটা বিরাট ধারাল ছুরি!

হঠাৎ একই সাথে আরো দুটো মানুষের কথা আমার কানে এল "খবর্দ্দার, চেঁচালে আর রক্ষা নেই কিন্তু!" চেয়ে দেখি খাটিয়ার দু'দিকে যমদূতের মত দুটো লোক দাঁড়িয়ে। তাদের হাতেও ঠিক তেমনি ছোরা প্রদীপের ম্লান আলোতে ঝক্ ঝক্ করছে। সর্ব্বনাশ!

বুকের উপরের লোকটা বলল, "এখনও বলছিস না কৌটো কোথায় রেখেছিস!"

আমি বললুম, "কিসের কৌটো? কৌটোর কথা তো আমি কিছু জানি নে!"

—"জানিসনে, আমাদের সাথে চালাকি কচ্ছিস—নয়?"

কাকুতি করে আমি বললুম—"সত্যি বলছি, কৌটোর কথা আমি কিছু জানিনে।"

পাশের লোক দুটোর ভেতর একটা লোক বোধ করি ভয়ানক জোয়ান ছিল। হুমকি দিয়ে সে বললে—"তোর মনিব মরবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেছে?"

আমি বললুম—"না।"

সে আবার প্রশ্ন করল—"আচ্ছা বেশ! তোর মনিব মারা গেলে তার কাছে কিছু পাওয়া গেছে?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ"।

হঠাৎ লোক তিনটে যেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল; বুকের উপরের লোকটা দাঁত বের করে হেসে বলল—"পথে এসো বাবা, পথে এসো।"

ডানদিকের লোকটা আমার মুখের উপর হুমড়ি খেয়ে বলল —"কি পাওয়া গেছে? কই দেখি!"

আমি বললুম—"আমার কাছে নেই সেটা।"

চোখ রাঙ্গিয়ে সেই জোয়ান লোকটা বলল—"নেই সেটা তবে কোথায় আছে?"

আমি বললুম—"পোড়াবার আগে বাবুর ট্যাঁকে কাগজে মোড়া কি একটা ছিল; আমি সেটা খুলে দেখিনি, সেইখানেই ফেলে দিয়েছি।"

এবারে বুকের উপর থেকে লোকটা লাফিয়ে নেমে পড়ল; কিন্তু আমার গলা ছাড়ল না, দু'হাতে ভয়ানক জোরে গলা টিপে ধরল। আমি ছাড়াবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলুম, কিন্তু

পারলুম না। তারপর যে কি হয়েছে কিছুই জানিনে।” বলে ভাণ্ডু হাঁপাতে লাগল।

বাহাদুর আর অমল অবাক হয়ে এতক্ষণ ভাণ্ডুর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। তার কথা শেষ হওয়া মাত্র বাহাদুর বলে উঠল—“অমল, কাল রাত্রে তুমি যে স্বপ্ন দেখেছিলে তার এক বিন্দুও মিথ্যে নয়। নিশ্চয়ই কাগজের মোড়কের ভেতর সেই পেতলের কৌটো ছিল।”

অমল বলল—“এখন তবে কি হবে ?”

—“কি হবে মানে ? এখনই আমাদের শ্মশানে যেতে হবে। আমার মনে হয় এ কাণ্ডটা খুব বেশীক্ষণ আগে হয় নি। দস্যুগুলো চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করি ভাণ্ডুর গোঁঙানিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে! আর ভাববার সময় নেই, চল শিগ্‌গির সেই শ্মশানে। ভাণ্ডু, তুমিও চল ; আমাদের শ্মশানের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ওঠো।”

হতাশ হয়ে অমল বলল—“বাহাদুর, সেখানে গিয়ে হয়ত আমাদের লাভ হবে না কিছুই, কারণ কৌটো নিয়ে দস্যুরা এতক্ষণে সরে পড়েছে।”

বাহাদুর বলল—“অমল, আগে থেকেই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে কোন লাভ নেই। পাবো কিনা সেটা যখন অনিশ্চিত, তখন একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি ? মামাবাবুকে আমরা হারিয়েছি ; কিন্তু অবহেলা করে তাঁর সেই মূল্যবান জিনিষ যদি হারাই তবে তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ থেকে আমাদের অভিশাপ দেবেন। আর তর্কের সময় নেই ; আগে চল, তারপর যা হয় দেখা যাবে।”

লাফিয়ে উঠে অমল বলল—“চল !” ভাণ্ডুর গায়ে যেন হঠাৎ কোথা থেকে একটা শক্তি এল। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে

সে বলল—"খোকাবাবু, এক মিনিট দাঁড়াও"; ব'লে সে বড় ঘরে ঢুকে পড়ল।

একটু পরেই একটা বন্দুক আর একটা পিস্তল হাতে করে ফিরে এসে বলল—"এই নাও তোমার মামাবাবুর বন্দুক আর আর পিস্তল। এ দু'টোকে আমি যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছিলুম।"

পিস্তলটা ভাণ্ডুর হাত থেকে নিয়ে বাহাদুর বলল—"ভাণ্ডু, তোমাদের কোন ভয় নেই, যত বিপদই আসুক না কেন যতক্ষণ আমার হাতে এইটে আছে ততক্ষণ তোমাদের রক্ষা করতে পারবো, এ নিশ্চয় জেনো।" ব'লে পিস্তলটা ভাণ্ডুর চোখের সামনে এনে ধরলে।

ভাণ্ডু বলল—"বড় খোকাবাবু, তুমি আমায় ভীরু মনে কোরনা। বিপদে আমার হাতে এইটে থাকলেই যথেষ্ট।" ব'লে একটা তেলে পাকা লাঠি মেজেতে সজোরে ঠুকে বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বন্দুকটা কাঁধে ফেলে অমল বলল—"বাহাদুর, ভাণ্ডু, আমরা মিছিমিছি সময় নষ্ট করছি।" আকাশে তখন মেঘ করে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, এক রকম আঁধার বললেই চলে।

জ্যোৎস্নার যেটুকু ক্ষীণ আলো মেঘ কাটিয়ে এসে নীচে পড়েছিল, সেই আবছায়া অন্ধকারে তিন জনে রাস্তায় নেমে পড়ল। আগে চলল ভাণ্ডু পথ দেখিয়ে, তার পেছনে সতর্ক পাহারাওয়ালার মতন চলল বাহাদুর আর অমল।

বড় কাঁচা রাস্তা ধরে কিছু দূর এগিয়ে তারা বাঁ দিকে নীচে নেমে পড়ল—ছোট একটা পায়ে-চলা পথ ধ'রে। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে তারা এক রকম ছুটেই চলল। বাঁ দিকে একটা শাল বন, তার গা বেয়ে ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদী। শাল বনের মাথায় এসে ভাণ্ডু দাঁড়াল।

বাহাদুর বলল, "কি ভাণ্ডু, দাঁড়ালে যে, ভয় করছে নাকি?"

—"ভয় নয় খোকাবাবু, ভাবছি কোন দিক দিয়ে এখন

আমরা এগবো। ঐ যে বড় একটা শাল গাছ দেখতে পাচ্ছ, ঠিক ওর নীচেই নদীর ধারে শ্মশান। অন্ধকারে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না, যদি দস্যুরা ওখানে থেকেই থাকে তবে আমাদের সাড়া পেলেই হয়ত তারা গিয়ে শালবনে ঢুকে পড়বে।"

বাহাদুর বলল—"তাহলে আমাদের খুব সাবধানে চলতে হবে ভাণ্ডু।"

ভাণ্ডু বলল—"হ্যাঁ, খুব সতর্ক হয়ে আমাদের যেতে হবে।"

অতি সন্তর্পণে তিন জনে এগিয়ে চলল। প্রায় সেই শাল গাছের কাছাকাছি যেতেই বাহাদুর থমকে দাঁড়াল। তারপর ফিস ফিস করে বলল—"ভাণ্ডু, অমল, দেখতে পাচ্ছ?"

আবছায়া অন্ধকারে ভাণ্ডু দেখল তিনটে কালো ছায়ার মতন নীচু হয়ে মাটিতে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। এক একটা ছায়া যেন এক একটা দৈত্য। ফিস ফিস করে অমল বলল—"হ্যাঁ, ঐ ত'! নিশ্চয় ওরাই সেই দস্যু! আমার মনে হয়, ওরা এখনও সেই কৌটা খুজে পায়নি। এই ত সুযোগ, চালাও গুলি।"

এক নিমেষে বাহাদুরের মনে একটা হিংস্র প্রবৃত্তি গর্জ্জন করে উঠল। পিস্তলটা অমলের হাতে দিয়ে চট করে তার কাছ থেকে রাইফেলটা নিয়ে বাহাদুর তাগ করল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এক কাণ্ড ঘটে গেল।

যেখানে সেই ছায়ার মতন দস্যু তিনটে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ সেইখানে দপ করে একটা মশাল জ্বলে উঠল। মশালের তীব্র আলোকে বাহাদুরের চোখ গেল ঝলসে। মুহূর্ত্তে দস্যুরা বাহাদুরের হাতে বন্দুক দেখতে পেয়ে একটা চীৎকার করে উঠল, তারপরই মশাল ফেলে দিয়ে এক লাফে শাল বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে তিন জনই অদৃশ্য হয়ে গেল।

হঠাৎ যে এ রকম একটা কাণ্ড হবে বাহাদুর তা ভাবতেও পারেনি। মুহূর্ত্তের জন্য তার হাতের বন্দুক হাতেই রইল, কিন্তু ভাণ্ডু একটা হুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে গেল সেই শালবনের দিকে। মাটি থেকে একটা মশাল কুড়িয়ে নিয়ে সে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে হিংস্র বাঘের মতন লাফিয়ে সেই শাল বনের মধ্যে ঢুকল।

ছুটতে ছুটতে বাহাদুর আর অমলও এগিয়ে এল, কিন্তু সেই গভীর বনে প্রবেশ করতে সাহস করল না। ডাকাডাকি করে ভাণ্ডুকে তারা ফিরিয়ে নিয়ে এল। বাহাদুর বলল—"ভাণ্ডু, তুমি এত নির্ব্বোধ তা আমি জানতুম না। কোন সাহসে তুমি শাল বনের ভেতর ঢুকলে গিয়ে? এই আঁধারে শত্রুরা কোথায় আছে তা কে জানে! হঠাৎ এমন একটা বিপদ তারা ঘটাতে পারে যে, যা থেকে রক্ষা পাওয়া আমাদের সাধ্য নয়। দুর্ব্বৃত্তেরা কিছুতেই পালিয়ে যায় নি, কেন না তারা যে সেই কৌটো খুঁজে পায় নি, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।" অমল বলল—"কৌটো! কৌটোর আশা এখনও করছ তুমি বাহাদুর! কৌটো না পেলে তারা অমনি চোরের মতন সুড় সুড় করে সরে পড়ে? কৌটো নিয়ে তারা এতক্ষণ তার রহস্য ভেদের চেষ্টা করছে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

উত্তেজিত হয়ে বাহাদুর বলল—"অমল তুমি এসব কি ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছ! একটু আগে তুমিই বললে না যে তারা এখনও কৌটো খুঁজে পায়নি? ওসব ছেলেমি ছাড় বলছি। আমরা জীবন মৃত্যুর সঙ্গম স্থানে এসে দাঁড়িয়েছি তা জান? শত্রুরা যদি কৌটো না পায় তো অমনি আমাদের ছেড়ে দেবে

ভেবেছ ? যাক, তোমাদের কারুর কথা আমি শুনতে চাই না।” তারপর ভাণ্ডুকে বলল,—“ভাণ্ডু, তুমি মশাল নিয়ে খুঁজে দেখ কোথায় সেই কাগজের মোড়ক ফেলেছিলে। আর অমল তুমি পিস্তল নিয়ে ভাণ্ডুর চার দিকে কড়া পাহারা দাও! আমি বনের এই দিকটায় আছি।”

মশাল হাতে করে ভাণ্ডু সেই কৌটো খুঁজে বেড়াতে লাগল। সশস্ত্র প্রহরীর ন্যায় অমল তার চারদিকে পিস্তল হাতে টহল দিতে লাগল।

হঠাৎ বনের ভেতর কিসের একটা মড় মড় শব্দ হ'ল, আর অমনি উপর থেকে বড় বড় সব নুড়ির ঢিল পড়তে সুরু ক'রে দিল। চকিত হরিণের মতন বাহাদুর টর্চ্চ ফেলে বনের ধার দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঢিলও পূরো দমে আসতে লাগল। অমল বলল—“বাহাদুর, এ নিশ্চয়ই সেই দস্যুরা ঢিল ছুড়ছে।” বাহাদুর বলল—“হ্যাঁ, কিন্তু তাদের কাছে বন্দুক আছে কিনা বুঝতে পাচ্ছি না।” অমল বলল—“কেন ? সে কথা জিজ্ঞেস করছ কেন বাহাদুর ?” বাহাদুর উত্তর দিল—“তার একটা কারণ আছে। আচ্ছা দাঁড়াও, অদৃশ্য শত্রুদের শব্দ লক্ষ্য করে গোটা কয়েক বুলেট ছুঁড়ে দেখা যাক তাতে কি ফল ফলে।”

অমলের প্রাণটা কেঁপে উঠল! গুলি! ওঃ বাবা! দস্যুরা যদি বনের ভেতর থেকে বন্দুক ধ'রে তার প্রত্যুত্তর দেয় তবে আর রক্ষে নেই। কিন্তু বাহাদুর বন্দুক তুলে দুড়ুম দুড়ুম করে বনের নানা জায়গা লক্ষ্য করে গুলি ছাড়ল। কিন্তু কোন আহত লোকের আর্ত্তনাদই শোনা গেল না। ইতিমধ্যে ভাণ্ডু চেঁচিয়ে উঠল, “বড় খোকাবাবু, বড় খোকাবাবু, পেয়েছি—পেয়েছি!”

ইসারা করে বাহাদুর ভাণ্ডুকে চুপ করতে বলল। সেটার

ভিতর কি আছে দেখবার জন্য অমল আর ভাণ্ডু উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু বাহাদুর তৎক্ষণাৎ ভাণ্ডুর হাত থেকে সেটি নিয়ে নিজের কোমরে বেঁধে ফেললে।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বাহাদুর বলল—"ভাণ্ডু, তুমি সমস্ত কাজ পণ্ড করে ফেললে! এ জিনিষটা পেয়ে তোমার অত জোরে না চেঁচালে হ'ত না? তুমি জান যে শত্রুরা এখনও এই বনে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তোমার চীৎকার নিশ্চয়ই তাদের কানে গিয়ে পৌঁছেছে। এতক্ষণ তারা হয়ত যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তারা আমাদের ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করে বসবে। আমরা যদি এখান থেকে 'পেলাম না, কৌটো আর পাওয়া গেল না', বলতে বলতে চলে যেতুম, তাহলে তারা সেই কথা বিশ্বাস করেই আমাদের চলে যাবার পরে এসে এখানে সারা রাত ধরে কৌটোর খোঁজ করত। কিন্তু ভাণ্ডু, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, তা নিয়ে এখন আর কথা বলার সময় নেই। কৌটো আমার কাছেই থাকুক, এখন আর এর রহস্য দেখবারও সময় নেই। আজকে বিপদের হাত থেকে যদি রক্ষে পেতে পারি তা হলে বুঝবো, হাঁ, আমাদের গায়ে তাগদ আছে, মগজে বুদ্ধি আছে! অমল, তুমি পিস্তলটা একবার পরীক্ষা করে নাও, আর ভাণ্ডু, তুমিও লাঠিটা আমার হাতে দিয়ে বন্দুক নাও, টর্চ্চ জেলে আর কাজ নেই। টর্চ্চের আলো লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তেরা আমাদের অনুসরণ করতে পারে।"

ভাণ্ডু বলল—"কোন পথে যাবে বড় খোকাবাবু? যে পথে এসেছি সে পথ ছাড়া পাহাড়ের ভিতর দিয়ে একটা সহজ পথ আছে।" বাহাদুর বলল, "বেশ, তবে সেই সহজ পথেই চল। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার। চার দিকে বেশ নজর রেখে চল।"

বনের ভেতর দিয়ে তারা খুব সাবধানে চলল। বাইরে তবুও একটু আলো ছিল, বনের ভেতর ঢুকে সেটুকুও গেল। অন্ধকারে নিজেদের শরীর পর্য্যন্ত ভাল ভাবে দেখা যায় না, তবুও অনেকটা আন্দাজ করে তারা পথ চলতে সুরু করল। একটু আগে যে বৃষ্টি হয়ে গেছে তাতে পথে জায়গায় জায়গায় জল জমে কাদা হয়ে গেছে, প্রতি পদেই পা পিছলে যাবার সম্ভাবনা।

ক্রমে তারা একেবারে বনের ভেতর ঢুকে পড়ল। বনটুকু যদি কোন রকমে পাড়ি দিতে পারে তবে আর ভয় নেই আর একটু যেতেই আচম্‌কা বাহাদুর 'সাপ, সাপ' করে চেঁচিয়ে উঠল ও সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটা ভাণ্ডু আর অমলের মাঝখান থেকে সর্‌ সর্‌ করে শূন্যে উঠে গেল। বাহাদুর বুঝতে পারল যে সেটা সাপ নয়, একটা দড়ি হঠাৎ তার কোমরের চার দিকে ফাঁসের মতন আটকে গিয়ে কপিকলের মতন তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে ফাঁস ছাড়াবার জন্যে বাহাদুর অনেক চেস্টা করল, কিন্তু সবই বৃথা। গাছের ডালের খোঁচা লেগে তার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। শূন্য থেকে বাহাদুর চীৎকার করে উঠলো —"ভাণ্ডু, অমল, আমায় যেন কারা শূন্যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে! আমায় রক্ষে কর, আমি মলুম—মলুম!" তারপর বাহাদুরের আর কোনই সাড়া পাওয়া গেল না, শুধু মনে হ'ল শূন্যে কারা যেন তার টুঁটি চেপে মারছে! কিন্তু এ কি ভৌতিক ব্যাপার!

ভাণ্ডু চেঁচিয়ে উঠল, "ছোট খোকাবাবু, টর্চ্চ জ্বাল, টর্চ্চ জ্বাল শিগ্‌গির! বড় খোকাবাবুকে বুঝি ভূতে টুঁটি চেপে মারল!" কিন্তু কোথায় টর্চ্চ, টর্চ্চ তো বাহাদুরের হাতেই ছিল! সর্ব্বনাশ!

এদিকে অমল আর ভাণ্ডুর কথা শুনে বনের ভেতর থেকে কারা যেন লাঠি নিয়ে গাছপালা ভেঙ্গেচুরে তেড়ে এল।

অন্ধকারে একটা লাঠির ঘা এসে ভাণ্ডুর ঘাড়ে পড়ল। ভাণ্ডু অমলের হাত ধরে টানতে টানতে বলল—"খোকাবাবু, পালিয়ে এস শিগ্‌গির! নিশ্চয় সেই দুর্ব্বৃত্তেরা আমাদের জীবন নাশের চেষ্টা করছে।"

ছুট্‌তে ছুট্‌তে দু'জনে বনের ভেতর অনেক দূরে চলে গেল,—কোন্ দিকে তা তারা বুঝতেই পারল না। অমল বলল—"ভাণ্ডু, আমি আর পারছি না। আমায় বাঁচাও, আমার পায়ে বড্ড লেগেছে।" অমলকে একরকম পাঁজাকোল করে ভাণ্ডু একটা বড় গাছের তলায় শুইয়ে দিল। হায়, পাপিষ্ঠেরা এতক্ষণ বাহাদুরের না-জানি কি দশাই করেছে! উন্মত্তের মতন ভাণ্ডু যেদিকে সেই দস্যুদের শব্দ পেল সেইদিকে গুলি ছুড়তে লাগল। ঘন অন্ধকারে আগুন উদ্‌গিরণ করে বনে বনে প্রতি-ধ্বনিত হয়ে তার বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল।

একটু পরে শোনা গেল, কে যেন বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে চীৎকার করছে আর কারা যেন জোর করে তার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তাকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালাচ্ছে। সুযোগ বুঝে ভাণ্ডু আরো কয়েকবার গুলি চালাল; কিন্তু কাজ হ'ল না কিছুই বরং তার গুলি গেল ফুরিয়ে।

উপায় নেই, অগত্যা ভাণ্ডু আর অমলকে তখন বাড়ীই ফিরে আসতে হ'ল। পরিশ্রমের আতিশয্যে তারা একেবারে নেতিয়ে পড়ল। কিন্তু বাহাদুর? তার উদ্ধারের কি করা যায়? ভাবতে ভাবতে তারা অস্থির হয়ে উঠল। রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অমল বলল, "ওই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আর বাহাদুরের খোঁজ করা বৃথা। এক পুলিসে খবর দেওয়া ছাড়া তো আমি অন্য উপায় দেখি না, ভাণ্ডু।"

পূরো এক ঘটি জল উদরস্থ করে ভাণ্ডু বলল—"পুলিসের

কথা কি বলছ খোকাবাবু! মামাবাবু বেঁচে থাকতেও তো পুলিসের কাছে কতবার এই দুর্বৃত্তদের কথা জানানো হয়েছিল, কিন্তু কি করতে পারলে পুলিস? এই জঙ্গলে দুর্দ্দান্ত বন্য দস্যুদের কাছে পুলিসও হার মেনেছে। যাক্, তবুও এজাহারটা কাল সকালে পুলিসের কাছে দিতে হবে।"

ঠিক এমনি সময়ে বাইরে লোকের পদশব্দ শুনে দু'জনেই চমকে উঠলো! অমল বলল—"ভাণ্ডু, সর্ব্বনাশ!" কিন্তু চোখের পলক ফেলবার আগেই তারা যা দেখল তাতে তারা তাদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। একি সত্যি, না স্বপ্ন!

তারা দেখল, ঝড়ের চেয়েও প্রবল বেগে বাহাদুর এসে ঘরে ঢুকলো। অমল আনন্দে অধীর হয়ে বলে উঠল—"বাহাদুর, বাহাদুর! তবে বেঁচে আছ। এ কি কাণ্ড ঘটে গেল বাহাদুর?"

ভাণ্ডু চীৎকার করে উঠল—"বড় খোকাবাবু, তোমার সমস্ত শরীরে রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছি যে! দুর্ব্বৃত্তেরা তোমায় জখম করেছে নাকি?"

সেকথার কোনই জবাব না দিয়ে বাহাদুর হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল—"অমল, আমাদের টাইম টেবিলটা কই? শিগ্‌গির খুঁজে বার কর,—শিগ্‌গির! আর ভাণ্ডু, তুমি আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো ঠিক করে নাও। পাঁচ মিনিটের বেশী সময়ও আর আমরা এখানে থাকতে পারব না। যদি পাঁচ মিনিটের ভেতর এখান থেকে আমরা সরে পড়তে না পারি, তবে হয়ত সেই দুর্ব্বৃত্তদের হাতে তিন জনকেই প্রাণ দিতে হবে। এখনই আবার আমাদের কল্‌কাতা রওনা হতে হবে। যদি কল্‌কাতার ট্রেন না পাই তবে যেদিকের গাড়ী পাই তাতেই উঠে পড়তে হবে। কই অমল, টাইম টেবিলটা এখনও পেলে না! কোন

কাজের নও তুমি! ওখানে সেটা যাবে কি করে? আমার বেতের বাক্সটা কই!”

হাতের কাছেই বেতের বাক্সটা ছিল। ভাণ্ডু সেটা তুলে ধরে বলল—“এই তো বেতের বাক্স।”

খপ করে তার হাত থেকে বেতের বাক্সটা নিয়ে এক টানে বাহাদুর সেটা খুলে ফেলল। টাইম টেবিলটা বের করে বাহাদুর সর সর করে পাতা উল্টিয়ে গেল—“অমল, আর এক মিনিটও দেরী নয়,এই দেখ ৩টা ৪০ মিনিটে শিলং মেল এখানে পৌছুবে।” দেয়ালের ঘড়ির দিকে চেয়ে বাহাদুর আবার বলল—“ঠিক তিনটে বাজে, এখনও চল্লিশ মিনিট সময় বাকী। এই সময়-টুকুতে গিয়ে যেমন করে হোক আমাদের শিলং মেল ধরতেই হবে।”

অমল বলল—“অসম্ভব বাহাদুর, অসম্ভব! চল্লিশ মিনিটে পাঁচ ক্রোশ পথ কি করে আমরা যাবো? একি সহর যে ট্যাক্সি ডাকবো! এক গরুর গাড়ী আর পা ছাড়া এখানে যে অন্য উপায় নেই তা জানো বাহাদুর? আর এত তাড়া কি জন্যে, কিছু তো বুঝতে পাচ্ছিনা।” বাহাদুর বলল, “আমরা যদি গিয়ে কোন রকমে ট্রেন ধরতে পারি তো সব কথাই খুলে বলব, ব্যস্ত হয়ো না অমল!”

ভাণ্ডু বলল—“চল্লিশ মিনিট কেন,চেষ্টা করলে আমরা তারও আগে গিয়ে ইষ্টিশানে পৌছতে পারবো, বড় খোকাবাবু!”

অবাক হয়ে বাহাদুর বলল—“সত্যি ভাণ্ডু, সত্যি?”

“হ্যাঁ খোকাবাবু, আস্তাবলে দু'টো মণিপুরী ঘোড়া রয়েছে, সে দু'টো তো কর্ত্তাবাবুরই। দু'টো ঘোড়ায় যদি আমরা তিনজনও যাই, তবুও ঐ সময়ের মধ্যে ইষ্টিশানে ঠিক পৌছতে পারবো।”

বন্দুক ব্যাগ আর দু'একটা দরকারী জিনিষ নিয়ে বাহাদুর বলল—"আর এক পলকও দেরী করোনা ভাণ্ডু। শিগ্‌গির ঘোড়ার জিন কসো।"

ঘোড়া তৈরী হলে বাহাদুর অমলকে পেছনে নিয়ে এক ঘোড়ায় চড়ে বসল।

আঁধার কেটে গিয়ে ক্ষীণ জোৎস্নার আলো গাছপালার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে। এতক্ষণ যে আকাশে মেঘ করেছিল তাও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও প্রবল বেগে বাতাস বইছে। ঘন শালবনে সে বাতাস লেগে একটা ভয়ঙ্কর শব্দের স্মৃষ্টি করছে।

ভাণ্ডু ঘোড়া ছাড়ল আগে, পেছনে অমলকে নিয়ে বাহাদুর। এই দুর্য্যোগে যতটা সম্ভব দ্রুত তারা ঘোড়া ছুটালো। অমল কোনোদিন ঘোড়ায় চড়ে নি। বাহাদুরের কোমর শক্ত করে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে রইল। ঘোড়ার প্রতি পদক্ষেপে কেবলই তার মনে হতে লাগল—একবার যদি তার বাহু দু'টো শিথিল হয়ে খুলে যায় তবে ত জন্মের মত তাকে আর কেউ খুঁজে পাবে না।

রাতের আঁধারকে কাঁপিয়ে দিয়ে তাদের ঘোড়া বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে চলল। যতই তারা এগিয়ে যায়, লাল মাটীর আঁকা বাঁকা পথের দু'ধারে উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় কেবল শাল বন আর শাল বন! ঝিল্লির রবে সে বন মুখরিত। কত হিংস্র জন্তুই না সে বনে লোল-জিহ্বা মেলে শিকার-অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অমলের কেবলই মনে হতে লাগল, হায়! আজ কোন দুর্দ্দিনে তারা যাত্রা করেছে,—তাদের কপালে না জানি কি লেখা আছে! ভয়ে উৎকণ্ঠায় পথক্লেশে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

কিন্তু কি দুঃসাহস বাহাদুরের! রাশিয়ার 'কসাক'রাও বোধ করি এত সাহসের পরিচয় দেয় নি কোনদিন। 'ট্রেনিং কোরে' বাহাদুর অশ্বচালনা শিখেছে। উপরন্তু দুষ্ট ঘোড়াকে সে শায়েস্তা করতেও জানে, তার আবার ভয় ডর কিসের! মাইলের পর মাইল তারা বায়ুবেগে অতিক্রম করে চলল। আর ভাণ্ডু, তার মুখে কথাটি নেই। মাঝে মাঝে শুধু তার চাবুকের ফটাফট শব্দ হচ্ছে। বায়স্কোপের-পর্দ্দায় ছবির মতন তাদের পেছনে ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে বনপথ অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল, তবুও সে চলার শেষ নাই, বিরাম নাই।

ক্রমে তারা পাহাড় ছাড়িয়ে অনেকটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল। ভাণ্ডু চেঁচিয়ে বলল, "বড় খোকাবাবু চালাও জোরে, ঐ বুঝি গাড়ীর শব্দ শোনা যাচ্ছে।" দেখতে দেখতে তারা ইষ্টিশানে পোঁছে গেল। গাড়ী তখন 'ডিষ্ট্যাণ্ট সিগন্যাল' পার হয়ে এসেছে।

ভাণ্ডু আর অমল জিনিষ পত্র নিয়ে লাইনের ধারে গেল, অমল ততক্ষণে তিন খানা টিকেট কেটে ফেলল।

সিটি দিয়ে ট্রেন এসে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াল। আর অমনি জিনিষ পত্র নিয়ে তিন জনে গাড়ীতে উঠে বসল। সাথে সাথে ট্রেনও ছেড়ে দিল।

ঘামে তখন তারা তিন জনে ভিজে একাকার হয়ে গেছে। গাড়ীর খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে বাতাস বয়ে তাদের শরীর একেবারে শীতল করে দিল। তাদের মনে হ'ল কে যেন তাদের গায়ে বরফ লেপে দিয়েছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বাহাদুর বলল—"ওঃ!"

তাদের সমস্ত শরীরে তখন একটা অবসাদ এসেছে। অমলের জীবনে কখনও সে এমন পরিশ্রম করে নি।

কাপড়ের খুঁটে মুখ চোখ মুছে অমল বলল—"বাহাদুর, কৌটো? কৌটোটা কই দেখি!"

একটা শ্লেষের হাসি হেসে বাহাদুর বলল—"কৌটো! ছিঃ ছিঃ, এখনও তুমি সেই কৌটোর আশায় বসে আছ!"

—"তার মানে!"

বাহাদুর বলল—"তার মানে এখনও বলে দিতে হবে নাকি?"

অবাক্ নেত্রে অমল বলল—"তবে কি সে কৌটো নেই?"

বাহাদুর বলল—"আর কৌটো! জীবন নিয়ে যে পালিয়ে আসতে পেরেছি সেই যথেষ্ট, আর কৌটোয় কাজ নেই অমল!"

অমল যেন আকাশ থেকে পড়ল। ফ্যাল্ ফ্যা'ল্ করে সে একবার বাহাদুরের আর একবার ভাণ্ডুর দিকে তাকিয়ে রইল।

এতক্ষণ পর ভাণ্ডু কথা কইল। ভাণ্ডু বলল—"সত্যি বলছ কৌটো তোমার কাছে নেই, বড় খোকাবাবু!"

তেমনি ভাবে বাহাদুর বলল—"হ্যাঁ সত্যি।"

ভাণ্ডু আর অমল দু'জনেই সেখানে একেবারে নেতিয়ে পড়ল। তবে কি এত পরিশ্রম সবই বৃথা! তাদের মনে যে কি এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হ'ল, তা তারাই বুঝতে পারল না।

একটু চুপ করে থেকে বাহাদুর বলল—"কৌটো নেই বলে এতটা নিরুৎসাহ হ'লে চলবে না অমল। তুমিও শোন ভাণ্ডু, সত্যিই কৌটো সেই দুর্ব্বৃত্তেরা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এটুকু জেনো যে তারা শুধু সেই কৌটোই পেয়েছে,—আসল জিনিষটা পায়নি।"

কৌটো পেয়েছে অথচ আসল জিনিষটি তারা পায়নি এ কথার মানে কি? একই প্রশ্ন যুগপৎ ভাণ্ডু আর অমলের মনে জেগে উঠল। বিস্মিত নেত্রে তারা অমলের দিকে চেয়ে রইল।

উন্মত্ত ভুজঙ্গের উষ্ণ নিঃশ্বাসের মতন ধূম্ররাশি উদ্গিরণ করে ট্রেন তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। দুদিকে লাল মাটির পাহাড় আর তারই মাঝখান দিয়ে সরু রেল পথ। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখলে প্রাণটা ছাঁৎ করে ওঠে। দু'দিক থেকে যদি হঠাৎ পাহাড় ধ্বসে পড়ে তবে সমস্ত ট্রেনখানা একেবারে সমাধিস্থ হয়ে যাবে।

গাড়ীর অধিকাংশ যাত্রীই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু মুচকি হেসে বাহাদুর বলল, "সমস্ত ব্যাপারটা তাহলে তোমাদের কাছে খুলেই বলি।"—

"আমরা যখন সেই কৌটো নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হই, তখন আমার কেবলই মনে হইতে লাগল যে দুর্ব্বৃত্তেরা নিশ্চয়ই সেই কৌটোর জন্যে আমাদের আক্রমণ করবে। তখন আমি তোমাদের কাউকে না জানিয়ে পথ চলতে চলতে সেই কৌটো খুলে তার ভেতর যা ছিল অতি সাবধানে আমার কাছার খুটে বেঁধে রাখি। তারপরে যে কাগজ দিয়ে কৌটো জড়ানো ছিল সেই কাগজ খানিকটা ছিঁড়ে ভাঁজ করে সেই কৌটোর ভেতর পুরে কৌটো আমার ট্যাকে গুঁজে রাখি। মনে মনে পূর্ব্বেই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম যে দুর্ব্বৃত্তেরা যদি সত্যই আমাদের আক্রমণ ক'রে কৌটো চায়, তবে তাদের কৌটো দিয়ে অন্ততঃ নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পারবো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তারা এটুকু পর্য্যন্ত খবর রেখেছে যে কৌটো আমার কাছেই আছে। হয়ত আমাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পেয়েছে।

রাস্তার মাঝখানে যখন আমি হঠাৎ 'সাপ সাপ' করে আঁৎকে উঠি, তখন প্রথমটা আচমকা আমি সাপই ভেবেছিলুম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আমার সে ধারণা ঘুচে গেল। আমি স্পষ্ট অনুভব করলুম যে একটা দড়ির ফাঁস আমার কোমরে জড়িয়ে আমায় সড় সড় করে উপরে টেনে তুলে নিচ্ছে। ওঃ, কি পাকা হাত ওদের! দস্যু-বৃত্তির যত রকম ফন্দি ফিকির তা যে ওদের একেবারে মুখস্থ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই! এরা যে-সে লোক নয় ভাণ্ডু!

তারপর আমায় গাছের উপর প্রায় ত্রিশ ফুট শূন্যে তুলে নিয়ে একটা কাপড় দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলো, যাতে আমি চীৎকার করতে না পারি। টেনে তোলবার সময় গাছের ডালে আমি যা ব্যথা পেয়েছি, তা আর কি বলবো! আমি প্রায় অজ্ঞান হয়েই পড়েছিলুম। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আমি বুঝতেই পারিনি, আমি কোথায় আর তোমরাই বা কোথায়।

গাছের ওপরই তারা মশাল জ্বেলে আমায় মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়ে বলল, 'কৌটো কোথায় আছে দে শিগ্গির!' আমি বললুম, 'কৌটো তো আমরা পাই নাই।'

—"পাস নি তো! তবে রে হতভাগা!" বলেই সেই জ্বলন্ত মশাল দিয়ে তারা আমার গায়ে ছেঁকা দিতে লাগলো। অসহ্য যন্ত্রণায় আমি চীৎকার করতেই তারা আবার আমার মুখ চেপে ধরল।

বাধা দিয়ে এতক্ষণ পর অমল বলল—"কেন তুমি তৎক্ষণাৎ তাদের কৌটোটা দিয়ে দিলে না!"

হেসে বাহাদুর বলল—"অত তাড়াতাড়িই যদি তাদের কৌটো দিয়ে দিতুম, তাহলে তারা হয়ত সন্দেহ করে তখনই কৌটো খুলে দেখত, সব ঠিক আছে কি না। তাই আমি অনেকক্ষণ

পর নেহাৎ যেন বাধ্য হয়ে খুব অনিচ্ছার সঙ্গে কৌটো বের করে তাদের দিই। কৌটো পেয়েই তারা আবার আমায় দড়ি দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, 'খবর্দ্দার, আর কৌটো নেবার চেষ্টা করিস নে কিন্তু, তাহলে আর বাঁচতে হবে না! এবার মাফ করলুম, প্রাণটা নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চলে যা।"

গাছের তলায় তাদের দলের অনেক দস্যু ছিল, কিন্তু তারা আমায় কিছু বলল না। বোধ করি দলের পাঁণ্ডা আমায় মুক্তি দিয়েছে বলে তারা আর কিছু বলতে সাহস করেনি।

ছুটতে ছুটতে আমি তখনই চলে এসেছি। এখন হয়ত বুঝতে পাচ্ছ যে, এত তাড়াতাড়ি এসে আমাদের গাড়ী ধরার অর্থ কি।"

ভাণ্ডু আর অমল দু'জনে একই সঙ্গে চীৎকার করে বলে ল—"সাবাস বাহাদুর, সাবাস! তবে আর ভাবনা কি? ডাকাতদের হাত থেকে আমরা এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।"

একটু ভেবে বাহাদুর বলল—"হ্যাঁ, ট্রেনে যখন একবার উঠে পড়েছি তখন মুক্ত বই কি। কিন্তু এত পরিশ্রম ও এত বিপদের ভেতর দিয়ে যার জন্যে চলা, সেই জিনিষের রহস্যটা যে কি সেইটেই আমাদের জানা হয় নি এখনও।"

অমল বলল—"সত্যি বাহাদুর, এখন তো আর আমাদের কোনও ভাবনা নেই, বের কর দেখি সেটা কি এমন অমূল্য নিধি!"

হঠাৎ কি একটা ভয়ঙ্কর শব্দে বাহাদুর অমল আর ভাণ্ডুর মনে হ'ল তাদের মাথার ওপর যেন ভীষণ একটা বাজ পড়ল। ক্ষণকালের জন্যে তারা ঠিক পাথরের মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হয়ে রইল। ওঃ, কি ভয়ঙ্কর শব্দ!—বিসুবিয়াসের অগ্নি উদ্‌গিরণের চাইতেও যেন শত সহস্রগুণ। ঠিক তারই পর মুহূর্ত্তে তাদের মনে হ'ল তাদের বগীখানা যেন কক্ষচ্যুত

একদল লোক লণ্ঠন হাতে সেই রাশি রাশি মৃত এবং অর্দ্ধমৃত লোকদের ভেতর কাদের যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নক্ষত্রের মত বেগে নীচের দিকে ছুটে চলেছে। আচমকা বাহাদুরের মুখ দিয়ে বের হ'ল "ওরে বাবা, একি?" ভাণ্ডু আর অমল ততক্ষণ ভয়ে কেঁদে ফেলেছে।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তাদের বগীখানা যেন কিসের সাথে প্রবল এক ধাক্কা খেল। বেগ সামলাতে না পেরে বাহাদুর গিয়ে বিপরীত দিকের বেঞ্চের উপর পড়ে গেল; অমল আর ভাণ্ডুর অবস্থাও তাই। অতি কষ্টে উঠে বাহাদুর জানালা দিয়ে বাইরে চাইল। চোখের সামনে সে যে দৃশ্য দেখল, তাতে তার মত সাহসী ছেলেরও পা দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগল।

উন্মত্তের মতন চীৎকার করে বাহাদুর বলল—"ভাণ্ডু, অমল, শিগ্গির গাড়ী থেকে লাফিয়ে নীচে পড়। এক পলক দেরী হলে কিন্তু আমরা একেবারে অতল তলে তলিয়ে যাবো, শিগ্গির।" মন্ত্রমুগ্ধের মত ভাণ্ডু আর অমল বাহাদুরের সাথে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ল, আর ঠিক তার সাথে সাথেই তাদের বগীখানা একটা সেতুর উপর থেকে একেবারে নীচে পড়ে চূরমার হয়ে গেল।

ওঃ! চারদিকে কি ভীষণ চীৎকারের রোল! ইঞ্জিনের বয়লার ফেটে সমস্ত গাড়ীখানাতে আগুন লেগে গেছে। যাত্রীদের কি করুণ মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ! সে আর্ত্তনাদ পাহাড়ের স্তরে স্তরে ঠেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে সমস্ত বন কাঁপিয়ে তুলেছে। তীব্র আগুনে চার দিকে লালে লাল হয়ে গেছে। উন্মত্ত ভুজঙ্গের মত সে আগুন তার তীক্ষ্ণ জিহ্বা মেলে দু'দিকে যা কিছু পাচ্ছে তাকেই দগ্ধ করছে।

কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কারও বা ধড় থেকে মাথা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোথাও গাড়ীর চাপায় শত শত যাত্রী সাহায্যের জন্য প্রাণপণ চীৎকার করছে। কে

কাকে বাঁচায়, কে কাকে দেখে! জলের ভেতর যে কয়েক-খানা বগী পড়ে গেছে, সেগুলোর ভেতর যারা ছিল তাদের না জানি কি অসাধারণ যন্ত্রণায় এতক্ষণ প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে গেছে। কেন এমন হ'ল? উঃ, আর এক মুহূর্ত্তকাল যদি গাড়ী থেকে নামতে দেরী হ'ত, তাহলে আর তাদের কাউকে কেউ খুঁজে পেতো না।

এ দৃশ্য ভাণ্ডু আর অমল সইতে পারল না, দু'হাতে চোখ বন্ধ করে তারা সেখানেই বসে পড়ল। এতক্ষণে বাহাদুরের গায়ে যেন একটু বলের সঞ্চার হয়েছে। সে বলল—"অমল, ভাণ্ডু, তোমরা নির্বোধ, তোমরা পাষণ্ড! এখনও তোমরা ভীরুর মত মুখ চেপে বসে রয়েছ! ওঠ শিগ্গির! দেখছ না চোখের সামনে কত লোক জল জল করে মৃত্যুমুখে নেতিয়ে পড়ছে, অথচ তাদের মুখে এক ফোঁটা জল তুলে দেয় এমন কেউ নেই! ওঠ, ভগবান আমাদের আজ বাঁচিয়ে রেখেছেন শুধু এদের সাহায্য করবার জন্যই।"

ছুটে গিয়ে বাহাদুর বিপন্নদের সাহায্য করতে লাগল। রক্তে তার সমস্ত শরীর ভিজে গেল।

সহসা বাহাদুর দেখল, একদল লোক লণ্ঠন হাতে সেই রাশি রাশি মৃত এবং অর্দ্ধমৃত লোকদের ভেতর কাদের যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠল—"এত লোকের ভেতর থেকে সেই ছোঁড়াটাকে খুঁজে বের করা বড় সহজ নয়।"

আর একজন বলল—"তারা যদি আগের গাড়ীতে উঠে থাকে তবে এতক্ষণ জলে ডুবে মরে ভূত হয়ে গেছে।"

সহসা বাহাদুর বুঝতে পারল না এরা কারা। বিস্ময়নেত্রে সে দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পর দেখল

তাদের ভেতর থেকে একটা বেশ জোয়ান গোছের লোক হাত নাড়া চাড়া করে বলছে, "লাইন খুলে রাখা হয়েছিল ঠিক, গাড়ীও আটকিয়েছে ঠিক, কিন্তু এখন যদি তাদের খুঁজে না পাই তো আমাদের খুবই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। ছোঁড়াটা এত বড় চাল চেলে গেল! কৌটো পেলুম অথচ…।"

বাহাদুরের প্রাণটা কেঁপে উঠল। ভয়ে তার সমস্ত শরীরের লোমকূপে কাঁটা দিয়ে উঠল। সর্ব্বনাশ! কৌটোর কথা বলছে, এ নিশ্চয়ই সে দস্যুর দল ছাড়া আর কেউ নয়। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে বাহাদুর দেখতে পেল সত্যিই এ সেই দস্যুদের সর্দ্দার, যে তাকে গাছের উপর আগুন দিয়ে ছেঁকা দিয়েছিল। তার বীভৎস মুখটা দেখে বাহাদুরের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল! উঃ, কি নির্দ্দয় এই লোকগুলো! এরা তবে যখনই বুঝতে পেরেছে যে কৌটোর ভিতর বাজে জিনিষ দিয়ে এদের ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, তখনই বোধ হয় দলবল নিয়ে আমাদের বাসায় হানা দিয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এইটুকু সময়ের মধ্যে এরা জানতেই বা পারলে কি করে যে আমরা রাতের এই গাড়ীতেই রওনা হয়েছি! আর এত অল্প সময়ের মধ্যে তারা এতদূর এসে এরূপ ভাবে লাইন খোলারই বা ব্যবস্থা করল কি করে? অদ্ভুত! অসাধারণ এদের ক্ষমতা! কিন্তু এবার যদি এরা আমাদের পায় তবে আর কাউকে আস্ত রাখবে না; এক একখানা করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধড় থেকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

ত্রস্তে এগিয়ে গিয়ে বাহাদুর ভাণ্ডুকে বলল, "ভাণ্ডু ঐ লোক-টাকে চেনো?" মুহূর্ত্তকাল ভাণ্ডু হাঁ করে সেই দিকে চেয়ে রইল, তারপর আমতা আমতা করে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ ত সেই ডাকাত, ঐ আমার বুকের উপর…।"

—"চুপ কর, চুপ কর! এখন আর এক মুহূর্ত্তও আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়, দুর্ব্বৃত্তেরা শুধু আমাদের ধরবার জন্যই লাইন খুলে ট্রেনের এতগুলো যাত্রীর প্রাণনাশ করল। এত বড় নৃশংস আর পৃথিবীতে জন্মাবে না কোনো দিন। এখন আমাদের সময় ভাল নয়; কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করছি অমল, যেমন করেই হোক আমি ওদের শাস্তি দেবই দেব। গুলি করে মেরে কুকুর দিয়ে ওদের মাংস আমি খাওয়াবো, নইলে আমার নাম বাহাদুরই নয়! পৃথিবীর যে কোন স্থানে ও যাক্, ওকে আমি খুঁজে বার করবই করব। ও কদাকার মুখ আর আমি এ জীবনে ভুলবো না।"

—"কিন্তু এখন আমরা কোথায় পালাই বাহাদুর?" ভয়ে অমল তখনও কাঁপ্ছে। বাহাদুর বলল, "কোথায় বললে চলবে না, যেদিকে দু'চোখ যায়। আজকে রাতের মধ্যেই এ পাহাড়ী জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও আমাদের পালাতে হবে। আমার বিশ্বাস পাহাড়ের স্থানে স্থানে এদের ঘাঁটি রয়েছে। সুতরাং আমরা যে এখন সম্পূর্ণ বিপন্ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে ভাববার সময় নেই, ঐ যে দুর্ব্বৃত্তেরা এই দিকেই আসছে। চলে এসো শিগ্গির—পালিয়ে এসো। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক্, তারপর কপালে যা লেখা আছে তা তো ঘটবেই।"

তিনজনে প্রাণপণে সেই পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। কিছুটা উঠে তারা আর কোনদিকে পথ পেল না, কিন্তু তবুও তাদের পালাতেই হবে! দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা এগিয়ে চলল। সেই গভীর অরণ্যের ভিতরে যে বাঘ ভালুক যে-কোন মুহূর্ত্তে তাদের জীবন নাশ করতে পারে সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপও করল না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাদের

বুকের ছাতি ফেটে যেতে লাগল, কিন্তু উপায় নেই। কাছে যে কোথাও একটা আশ্রয় মিলবে সে আশাও নেই। আর আশ্রয় মিললেই বা তাদের তারা বিশ্বাস করবে কি করে!

বাহাদুর বলল—"অমল, ক্রমে যে আমরা মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়ে চলেছি সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু মৃত্যু যে একদিন সবারই আছে সে কথাও সত্য। সুতরাং মৃত্যুকে আর ভয় করলে চলবে না। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদের লড়তে হবে, ভয় করলে চলবে না। যে কাজের প্রথম হ'তেই আমাদের বিপদের জালে পড়তে হয়েছে সে জালের যে শেষ কোথায় তা আমরা কেউ জানি না, কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে আমাদের চলবে না। সঙ্গে আমাদের এখনও দু' দু'টো আগ্নেয় অস্ত্র রয়েছে। এ দু'টোর গুলি গোলা যতক্ষণ আমাদের একেবারে না ফুরিয়ে যাবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তো আমরা প্রাণপণে না লড়ে ছাড়বো না।"

অমল বলল—"সে কথা সত্য বাহাদুর, কিন্তু এত বেশী পরিশ্রমে আমার দেহ ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, পা পিছলে আমি হয়ত কোন একটা গুহার ভিতর পড়ে যাবো।"

ভাণ্ডু বলল—"ছোট খোকাবাবু, তুমি অমন নেতিয়ে পড়ো না। এ পাহাড়টা কোন রকমে পাড়ি দিতে পারলে কাল সকাল নাগাদ নিশ্চয়ই আমরা অন্ততঃ দিনের আলোতে একটা আশ্রয় খুঁজে বা'র করতে পারবো।"

ক্রমে পাহাড়ী উঁচু-নীচু পথ ছেড়ে তারা অনেকটা সমতল ভূমিতে এসে পড়ল। হঠাৎ তারা দেখতে পেল গাছপালার ভেতর দিয়ে দূরে খানিকটা জায়গা যেন একটু আলোকিত হয়ে

উঠেছে। চলতে চলতে বাহাদুর বলল, "ঐ যে দূরে খানিকটা জায়গায় আলোর মত মনে হচ্ছে, ওটা কি ভাণ্ডু ?"

একটু ভাল করে দেখে ভাণ্ডু বলল—"হয়ত কোন শিকারীর দল এখানে তাঁবু খাটিয়েছে। এগিয়ে চলনা ঐ দিকে দেখা যাক।" সেই আলো লক্ষ্য করে তারা দ্রুত বেগে এগিয়ে চলল। খানিকটা যেতেই তাদের কাণে এক অদ্ভুত শব্দ এল। মনে হল অনেক দূরে কারা যেন সুর করে কাঁদছে। কাণ পেতে তারা শুনলো, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না।

আর কিছুটা যেতেই তারা স্পষ্ট শুনতে পেল, কারা যেন উচ্চ চীৎকার করে দুর্বোধ্য ভাষায় বলছে—"কানা কানা উহুঃ উহুঃ নেনে নেনে আর্ আর্—ইনং ইনং উঃ আঃ কানা কানা উহুঃ উহুঃ নেনে নেনে আর্ আর্ ইনং ইনং উঃ আঃ···।" ক্রমেই সে শব্দ জোরে শোনা যেতে লাগল, আর তারই সাথে নৃত্য আর অদ্ভুত বাদ্য যন্ত্রের শব্দ !

চমকে উঠে অমল বলল—"এ আবার কি ? এই অজানা পাহাড়ী পথে এ কোথায় এসে পড়লুম আমরা ভাণ্ডু ? এরা তো সেই ডাকাতের দল নয় ?"

কিছুক্ষণ ভাল করে সেই শব্দ শুনে বাহাদুর বলল—"এ নিশ্চয়ই কোন পাহাড়ী অসভ্য জাতির নাচ গান চলেছে। কিন্তু আমরা যে পথ ধরে এসেছি সে পথে এক ঐ জায়গায় গিয়ে পৌছান ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। যেই হোকনা ওরা, এখন আর ভয় করলে চলবে না, চল এগিয়ে।"

অমল বেঁকে বসল—"না বাহাদুর, ফিরে চল। কিছুতেই ওখানে আমি যেতে পারবো না ! শুনেছি বন্য জাতিরা মানুষ পেলেই ধ'রে তাদের মাংস খায়। বিপদ যতই হোক না কেন, চল আমরা আবার ফিরে যাই।"

বাহাদুর বলল—"ফিরেই বা আমরা যাবো কোথায় ? চারদিকেই আমাদের পাহাড় আর পাহাড়। ফিরে গেলেই যে আমরা যে পথে এসেছি সেই পথ দিয়ে যেতে পারবো, তারই বা মানে কি ?"

হঠাৎ পেছন দিকে এক বিকট হুঙ্কার শুনে তারা চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখে অদূরে এক প্রকাণ্ড বাঘ। তার জ্বলন্ত চোখ আঁধারে জ্বল্ জ্বল্ করছে! তার ক্ষুধার্ত্ত চীৎকারে সারা বন কেঁপে উঠ্ছে!

সর্ব্বনাশ! এবারে হয় তো তাদের বাঘের হাতেই প্রাণ দিতে হবে। এক লাফে বাহাদুর অমল আর ভাণ্ডু গিয়ে মস্ত বড় একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়ল। এই আঁধারে কোন্ দিক থেকে সেই হিংস্র ব্যাঘ্র এসে তাদের আক্রমণ করবে কে জানে! কোমর থেকে বাহাদুর চট্ করে রিভলবারটা খুলে অতি সতর্কতার সহিত এদিক সেদিক দেখতে লাগল। একটু পরই জ্বলজ্বলে আগুনের পিণ্ডের মতন দু'টো চোখের সাথে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। বাঘ ততক্ষণ ওৎ পেতেছে। হায়! এক মুহূর্ত্তের ভেতরই না জানি কি কাণ্ডই না ঘটে যাবে!

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বাহাদুর সেই জ্বলন্ত চোখ দু'টো লক্ষ্য করে পর পর দু'টো গুলি ছুড়লো। ভীষণ একটা গর্জ্জন করে বাঘও তাদের উপর লাফিয়ে পড়ল, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডুর বন্দুকও গর্জ্জন করে উঠল।

একটু প্রকৃতিস্থ হ'লে তারা দেখল বাঘটা পাথরের পাশে পড়ে ধড়ফড় করছে। আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু ও কি ? হঠাৎ পিছন ফিরে তারা যা দেখতে পেল, তাতে তাদের মাথা ঘুরে গেল।

মশাল জ্বেলে বন আলো করে, এক অদ্ভুত সুরে গান করে আর বাজনা বাজিয়ে এ কারা দল বেঁধে এগিয়ে আসছে? এ কি সেই অসভ্য বুনোরা? সর্ব্বনাশ!

কান পেতে একটু চুপ করে থেকে বাহাদুর বললে—"অমল, ভাণ্ডু, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি এ কারা আসছে—এরা সেই বুনোরা; সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় এরা আমাদের বন্দুকের আওয়াজ শুনে এই দিকে আসছে। আজকে হয়ত এদের কোনো উৎসব ছিল; হঠাৎ আমাদের বন্দুকের আওয়াজে এদের উৎসবের ব্যাঘাত ঘটেছে, তাই অমন ক্ষেপার মতন এদিকে ছুটে আসছে। শুনেছি বুনোরা তাড়ি আর ভাটীর মদ খেয়ে নেশায় চূর হয়ে নৃত্য গীত করে। এরাও হয়ত তাই করে থাকবে।"

বাধা দিয়ে অমল বললে—"কি করে তুমি বুঝলে বাহাদুর যে ওরা নেশা করেছে?"

—"নিশ্চয় করেছে, একশ' বার করেছে। আমি কেন, একটু কান পেতে ভাল করে শুনলে তুমিও বুঝতে পারবে যে ওরা নিশ্চয় নেশা করেছে। ওই শোনো ওদের বাজনা কেমন এলো মেলো হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তালে তালে বাজছে কি?—তুমিই বল না?"

ভাণ্ডু বললে—"বড় খোকাবাবু তোমার মাথা যে এত পরিষ্কার তা' আমি আগে জানতুম না। তোমার কথাই ঠিক। আমি অনেক বার অনেক বুনোদের নাচের বাজনা শুনেছি,

তাদেরও একটা তাল আছে যদিও তা অতি বিদকুটে, তবুও তাদের বাজনা তালে তালেই বাজে; কিন্তু এ যেন কেমন তালে বেতালে খাপছাড়া হয়ে বাজছে। তবে যাই হোকনা কেন, এটা নাচের বাজনা নয় কখনও। এ যেন লড়াইয়ের বাজনার মতন ঠেকছে।"

বাহাদুর বললে—"লড়াই! হ্যাঁ লড়াই-ই ওরা করতে আসছে বটে; তবে মূর্খেরা জানে না যে কাদের সঙ্গে লড়াই করতে আসছে। পিঁপড়ের পাখা গজালে কি হয় জানো?—আগুনে পুড়ে মরে। ওদেরও হয়েছে তাই! মরতে আসছে হতভাগারা। মরুক! কারও ক্ষতি নেই! ওরা যত মরে, জগতের ততই মঙ্গল। কিন্তু শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে যে! বন্দুক নিয়ে তৈরী হও ভাণ্ডু। ভয় নেই অমল—তুমি আমার পাশে থাকো।"

ধরা গলাটা একটু পরিষ্কার করে ভয়ে ভয়ে কম্পিত স্বরে অমল বললে—"বুনোরা শুনেছি তীর-ধনু নিয়ে যুদ্ধ করে, আর তাদের তীরের মুখে……।"

অমলের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বাহাদুর বললে,—"থাকে বিষ। এই তো তুমি বলতে চাচ্ছ?—আমি তা জানি। কিন্তু কথাটা মোটেই সত্য নয় এই যা'। এখন ওদের সঙ্গে লড়াই করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।"

ক্রমেই বাহাদুর যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার কথায়, তার ভাবে মনে হল; যে কোনো মুহূর্ত্তে সে মরতে প্রস্তুত আছে। জীবনের আর মায়া দয়া নেই তার—সে নিষ্ঠুর হৃদয় হয়ে বসে আছে। সে চায় শুধু প্রতিশোধ। উত্তপ্ত স্বরে বাহাদুর বলে চলল—"মরতে তো আমরা বসেছিই, কিন্তু মরণ যে পর্য্যন্ত না আসে ততক্ষণ লড়ব; বিশেষতঃ হাতে রয়েছে বন্দুক, থলেতে রয়েছে গুলি; আর শরীরে আছে শক্তি—ভীরু-

দের আমি ঘৃণা করি। আমি মরবো যুঝে। তুমি চুপ কর। তুমি বাধা দিও না আমায়.। মরণের দুয়ারে আমরা দাঁড়িয়ে ; হয় এস্পার, নয় ওস্পার।"

ভাণ্ডু বললে—"চুপ কর বড় খোকাবাবু, ওরা আমাদের কথা শুনতে পাবে।"

সবাই চুপ। অন্ধকারে শুধু তিন জনের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

অসভ্যদের বাজনা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। মশালের আলো আর ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কেমন একটা দুর্গন্ধ! আগে আগে দু'টো জোয়ান লোক দুটো মশাল হাতে পথ দেখিয়ে চলছে। পিছনে শত শত অসভ্য তীর-ধনু, সড়কি, বল্লম, ঢাল আর রামদা নিয়ে এগিয়ে আসছে। দলের মাঝের লোকেরা অদ্ভুত ধরণের বাজনা বাজাচ্ছে—আর উৎকট ভাষায় গান করছে। মাঝে মাঝে সবাই ভীষণ রকম হল্লা করে' লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। তাদের ভয়ঙ্কর চীৎকারে আকাশ বাতাস যেন ভারি হয়ে উঠছে। মশালের আলোতে-দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাদের দুষমনি চেহারার আভাস। যেন একদল ভূত প্রেত এগিয়ে আসছে পৈশাচিক আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে।

তাদের চেহারা দেখে বাহাদুরের মতন সাহসী ছেলেরও বুকটা দুর দুর করতে লাগল। মস্ত বড় কালো পাথরটা সামনে থাকায় তখনও বোধ হয় ওরা বাহাদুরদের দেখতে পায় নি। আড়াল থেকে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখে বাহাদুর বললে—"ভাণ্ডু, আর সবুর করা চলবে না, চালাও গুলি—পাল্লার ভিতর এসে পড়েছে অনেকক্ষণ ; বিলম্বে কুফল ফলতে পারে।"

ভাণ্ডু বললে, "তা ছাড়া তো আর উপায় দেখিনে বড় খোকাবাবু। কিন্তু খুব সাবধান। এই পাথরটাই কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। এর আড়ালে থেকে যদি আমরা রীতিমত গুলি চালাতে পারি তা'হলে হয়ত বাঁচলে বাঁচতেও পারি। এখান থেকে পালাতে গেলে ওদের তীরের মুখে প্রাণ দিতে হবে। রিভলবার এখন নয়। আগে বন্দুক, তারপর যেটা এগিয়ে আসবে সেটাকে তুমি ফেলবে রিভলবার দিয়ে।"

হঠাৎ সারে সারে বুনোরা সব বসল হাঁটু পেতে তীর ধনু নিয়ে। হয়ত ওরা টের পেয়েছে।

"ওয়ান, টু, থ্রি! এইতো সুযোগ। চালাও ভাণ্ডু।" বন কাঁপিয়ে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভাণ্ডুর বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল। একবার দু'বার তিন বার। ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে অমল দেখলে কতকগুলো বুনো পড়ে কাৎরাচ্ছে। পরপর আরো কয়েকবার ভাণ্ডুর বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল। কিন্তু এ কি! এযে পুষ্প বৃষ্টির মতন সব তীর ছুটে আসছে। ভাণ্ডু বললে— খুব সাবধান। ওরা তীর ছাড়ছে। পাথরের আড়ালে খুব সাবধানে মাথা বাঁচিয়ে গা ঢাকা দাও খোকাবাবু। মাথা তুলেছ কি মরেছ।"

বাহাদুর বললে—"ওঃ এখনও ওরা অনেক বেঁচে আছে। ওরে বাবা! কি দারুণ তীরের জোর! পাথরটা যেন ফেটে যাচ্ছে।"

অজস্র তীর পাথরের গায়ে লেগে ঠিকরে পড়ছে। মাঝে মাঝে দু'একটা ফসকে গিয়ে কানের পাশ দিয়ে শোঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

অমল বললে—"আজ যদি এই পাথরটার আড়ালে আমরা

আশ্রয় না নিতুম, তা' হলে এতক্ষণে না জানি কি কাণ্ডই যে হয়ে যেত !"

ওদিকে বুনোরা চীৎকার করে পড়ে মরছে ভাণ্ডুর গুলি খেয়ে ; কিন্তু তবু যারা আহত হয়েছে বা বেঁচে আছে, তাদের কি তেজ ! বীরের জাত এরা, মৃত্যুকে থোড়াই কেয়ার করে, মৃত্যু যেন এদের কাছে খেলার বস্তু। প্রতিমুহূর্তে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তবু একপা পিছু হটছে না।

বন্দুক এদের কাছে নেই, থাকলে এতক্ষণ নিশ্চয়ই প্রত্যুত্তর দিত, কিন্তু যা তীর এদের ; বন্দুক এর কাছে কিছুই নয়।

সামনের সেই মশালওয়ালা দুটো লোককে বাহাদুর অনেক-ক্ষণ থেকে লক্ষ্য করে আসছে। অসীম সাহস তাদের। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও ভাণ্ডু তাদের একটাকেও ফেলতে পারলে না। বাহাদুরের যেন তর সইছিল না। তার হাতের মুঠোর ভেতর রিভলভারটি যেন বার বার তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল—এই ত' সুযোগ !

তীর এত ভীষণ ভাবে আসতে সুরু করে দিলে যে, বন্দুক ছুড়তে ভাণ্ডুর রীতিমত ভয় হতে লাগল—কি জানি মাথা তুলতেই যদি তীর এসে লাগে তো আর বাঁচতে হবে না।

বাহাদুর বললে—"ভাণ্ডু আর গুলি ছোড় না। দেখা যাক খানিকক্ষণ ওদের মতলবটা কি ?"

চার দিক আবার নিস্তব্ধ। বুনোদের বাজনাও থেমে গেছে ; শুধু মাঝে মাঝে আহতদের করুণ চীৎকারে বন কেঁপে উঠছে। মশালের আলোও তাদের নিস্তেজ হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ এমনি ভাবে কাটল। তারপর হঠাৎ একটা রামশিঙার আওয়াজ শোনা গেল, ঠিক বিউগিলের শব্দের মতন। আবার বাজনা

সুরু হলো। নতুন উৎসাহে যেন তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল। দূর থেকে আর একটা শিঙার আওয়াজ হল। মনে হল পেছন থেকে আর একদল বুনো আসছে ধেয়ে। সত্যি তাই। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে বুনোরা সব প্রবল বন্যার মত তাদের ঘিরে ফেলল। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? এই অজানা অপরিচিত বনে তবে কি বুনোদের হাতেই আজ তাদের প্রাণ দিতে হবে?

বাহাদুর বললে—"ভাণ্ডু আর রক্ষে নেই, চালাও গুলি পুরো দমে।" অন্ধকারে বার বার তাদের বন্দুক আর রিভলবার অগ্নি উদ্গীরণ করতে লাগল।

হঠাৎ ভাণ্ডুর বন্দুকের গর্জ্জন গেল থেমে। সে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল "সর্ব্বনাশ, গুলি ফুরিয়ে গেছে। এখন উপায়?"

বাহাদুর উত্তর দিল "এখন একমাত্র ভরসা আমাদের এই রিভলবার। কিন্তু তাই দিয়েই বা এই দুষমনদের আক্রমণ আমরা কি করে রোধ করব?"

অসম্ভব,—একমাত্র রিভলবার দিয়ে এই ভীষণ দুর্দ্দান্ত জন-স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব। তারপর তাদের বিষাক্ত তীরের মুখে আর কতক্ষণ এভাবে আত্মরক্ষা করা যায়! কাজেই তারা বুনোদের হাতে বন্দী হোল। তীরের ঘায়ে তাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত, দেহ অবসন্ন।

বুনোরা তাদের বেঁধে ফেলল। মশালের আলোকে বাহাদুর যা দেখলে, তাতে এই নিদারুণ সময়েও তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। দলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেই গুণ্ডা সর্দ্দারের বীভৎস মুখটা। এই লোকটাই গাছের উপর কৌটোর জন্য তাকে আগুনের ছ্যাঁকা দিয়েছিল—নিশ্চয়ই এই লোকটার হুকুমেই ডাকাতরা ট্রেনের লাইন খুলে রেখে অতগুলো নিরপরাধ

লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে। এ মুখ অমল জীবনে ভুলতে পারবে না। মনে পড়ল তার সেই প্রতিজ্ঞার কথা—কাছে পেলে তাকে সে গুলি করে মারবে কুকুরের মত। কিন্তু হায়! রিভলবারটা আর তার হাতে নেই; বুনোরা সেটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। দাঁতে দাঁত ঘসে বাহাদুর শুধু ভাণ্ডুর দিকে চাইল।

ভাণ্ডু বললে—"হ্যাঁ এই সে।" সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট ঘুসি এসে লাগল ভাণ্ডুর নাকের ওপর। সেই কালো কদাকার-মুখো জোয়ান দস্যুটা বললে—"কেমন? হয়েছে?" তারপর আবার বাহাদুরের দিকে ফিরে একটা ঘুঁসি উঁচিয়ে বললে,—"ত্যাঁদড় ছোঁড়া, একটা বন্দুক আর রিভলভার হাতে পেয়ে বড্ড বাহাদুরি হচ্ছিল,—না?"—দমাদ্দম গোটাকতক কীল, চড় বসিয়ে দিয়ে দানবটা বাহাদুরকে বললে,—"কৌটো দিয়ে খুব ফাঁকি দিয়েছিলি?—ভেবেছিলি আর বোধ হয় তোদের নাগাল পাবো না, কেমন? দেখলি তো, কি না করতে পারি আমরা? আমাদের সঙ্গে চালাকি? যদি প্রাণে বাঁচতে চাস্ ফেল শিগ্গির কৌটোর ভেতর কি ছিল।"

বাহাদুর তেমনি নিরুত্তর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দু' চোখে তার প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। মারুক তাকে, হাত-পা বেঁধে ওদের যা খুশি তাই করুক; কিন্তু তবুও সে সিংহ—শৃগাল নয়।

ততক্ষণে ডাকাতের দলের লোকেরা বললে,—"ভাল ছেলেটির মতন জিনিষটি এখনও বের করে দাও—যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, নইলে তো বুঝতেই পাচ্ছ।"

ডাকাতদের ধমকানি খেয়ে অমলের চৈতন্য হয়েছিল, সে বললে—"তোর পায়ে পড়ি বাহাদুর, দে না ফিরিয়ে কি আছে তোর কাছে?—শেষ কালে কি তিন জনই মরবো?"

বিরক্ত হয়ে বাহাদুর বলে উঠল "কৌটো, কৌটো করে সবাই মিলে আমার মাথা খারাপ করে দিলে। এই কৌটোর জন্য আজ ক'দিন থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে মরণের সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে, প্রতিক্ষণে প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে ; কিন্তু কৌটো কই আমার কাছে ? যে কৌটোর জন্য আজ আমাদের দুর্দ্দশার শেষ নাই, সেই কৌটো দিয়ে দিয়েছি ওদের। আমার কাছে আর কিছুই নাই।"

—"নেই আর কিছু ?—বড্ড তেজ যে তোর, এখনও তোর তেজ মরেনি দেখছি ?" সর্দ্দার খাপ্পা হয়ে বলে উঠল।

পাশ থেকে ভাণ্ডু বললে—"হ্যাঁ, খোকাবাবু বার বার বলছে কৌটো তার কাছে নেই, তবুও বুঝছ না ?"

—"চোপরাও ! তোমায় কিছু বলতে হবে না। আর একটি কথা বলেছ কি এইখানেই শেষ করবো !"—ডাকাতের সর্দ্দারটা ভাণ্ডুকে আচ্ছা করে ধমকে দিয়ে তার লোকজনদের বললে—"এ তিনটেকে খানাতল্লাস কর। দেখি জিনিষ পাওয়া যায় কি না।" .

চার দিকে মশাল ধরে যখন তাদের দেহ তল্লাস করে কারও কাছে কিছুই পাওয়া গেল না তখন আবার সেই সর্দ্দারটা বাহাদুরকে বললে—"দিলি না তো ? বেশ চল, তোদের কপালে আরো অনেক দুর্দ্দশা আছে।" ঘাড় ধরে একটা ভীষণ ধাক্কা মেরে আবার বললে—"ওখানে কে আছে জানিস্ ?—আমাদের রাজা, তোদের যম।" তারপর তার অনুচরদের হুকুম করলে—"নিয়ে চল, নিয়ে চল।"

চার দিক থেকে সব বুনোরা তাদের তিনজনকে মৌমাছির মতন ঘিরে ফেলল। অদ্ভুত বাজনা আর নৃত্য চলল পূরো তালে। মুখে তাদের মদের গন্ধ। হিংস্র জন্তুর চাইতেও

ভয়াবহ তাদের চাউনি। মানুষের আকারে যেন এক একটা পশু! বাহাদুর অবাক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল। দুর্ব্বোধ্য ভাষায় এবার তারা যেন কি সব বলতে সুরু করে দিল বাহাদুরদের লক্ষ্য করে। একটা বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার। এই বুনো অসভ্যদের কেউ কেউ বেশ বাংলা বলতে পারে। তারা যখন বাহাদুরদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলে, তখন বেশ গুছিয়ে বাংলা বলে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে যে ভাষার প্রয়োগ করে, তা সম্পূর্ণ অবোধ্য। তাদের জাতীয় ভাষা বুঝবার ক্ষমতা বাহাদুরদের নাই।

উপায় নেই মৃত্যু যখন যে ভাবে যেখানে লেখা আছে ঠিক সেই সময় সেই জায়গায়ই হবে—কেউ তা রদ করতে পারবে না, সুতরাং তা নিয়ে আগে থেকেই ভেবে মরা কেন? তিন জনে তারা এগিয়ে চলল পায়ে পায়ে।

বন্দুক, রিভলবার, অস্ত্রশস্ত্র যা কিছু ওদের ছিল, বুনোরা আগেই তা ছিনিয়ে নিয়েছে। হাত পা-ও বাঁধা, সুতরাং আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। উঁচু নীচু পাহাড়ে-পথ চলে তারা ক্রমে ওদের একটা প্রকাণ্ড গুহার ভেতর নিয়ে গেল। তখন ভোর হয়ে এসেছে।

গুহার ভেতর প্রবেশ করতেই একটা দুর্গন্ধ ওদের নাকে এলো। তার পর যে দৃশ্য দেখলে ওরা, তাতে বাহাদুরের মতন সাহসী ছেলেও ক্ষণকালের জন্য যেন আঁৎকে উঠল। সর্ব্বনাশ! এ কোথায় তাদের নিয়ে এল। এই কি বুনোদের রাজা! না একটা নরখাদক রাক্ষস! তারা দেখলে মস্তবড় একটা বাঁশের মাচানের উপর লতাপাতা দিয়ে একটা সিংহাসন তৈরী করা হয়েছে; তাতে অর্দ্ধ-উলঙ্গ একটা কালো বুড়ো লোক বসে আছে। তার মাথায় পালকের মুকুট, গলায় হাড়ের মালা,

অজস্র তীর পাথরের গায়ে লেগে ঠিকরে পড়ছে।

হাতে পায়ে খানিকটা করে ন্যাকড়া জড়ানো। দাঁতগুলো সব কদাকার। বুড়ো হলেও এককালে যে তার গায়ে অসীম শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঢিলে চামড়ায় এখনও তার সেই বলিষ্ঠ মাংস পেশী সমূহ আবৃত। চোখ দুটো কোটরগত হলেও ভয়ঙ্কর। অতিরিক্ত সুরা পানে যেন সে দুটি লাল হয়ে গিয়ে কপালে উঠেছে। চার দিকে মশাল জ্বলছে। মঞ্চের নীচে আর একদল অসভ্য তাণ্ডব নৃত্য করছে আর ওদিকে আর একদল বসে বড় বড় দামামা পেটাচ্ছে।

বাহাদুরদের দেখতে পেয়েই সেই বুড়ো রাক্ষসটা একটা হুঙ্কার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাদের ভাষায় গজর গজর করে যেন কি বকে গেল অনর্গল। ডাকাত-সর্দ্দারও ঠিক তেমনি ভাষায় কি তার প্রত্যুত্তর দিলে। মাথা নাড়তে নাড়তে বুড়ো রাক্ষসটা থপ করে' আবার আসনে বসে পড়ে হাত বাড়িয়ে পাশের একটা লোকের দিকে কি যেন ইঙ্গিত করল। অমনি সে মস্ত বড় একটা মাটির জালা থেকে খানিকটা তাড়ির মত কি জিনিষ একটা মড়ার মাথার খুলিতে ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিল। বুনোদের রাজা এক চুমুকে সেই পানীয়টুকু শেষ করে' অদ্ভুত একটা মুখ ভঙ্গি করে ঢুলুঢুলু চোখে সবাইকে আবার কি যেন একটা ইসারা করল। অমনি সবাই নৃত্যগীত বন্ধ করে' রাজার সামনে এসে মাথা নীচু করে' দাঁড়ালো।

আমাদের চারদিকে যে বুনোরা ছিল, তারা একরকম আমাদের ঘাড় ধরে মাথা নত করিয়ে দিলে। রইলুম খানিকটা সেই ভাবে। হঠাৎ হুঁস হল লাথি আর ঘুঁসি খেয়ে। চারদিক থেকে তখন পিঠে মাথায় বেদম চড় চাপড় পড়ছে। টানতে

টানতে ওরা আমাদের নিয়ে এলো রাজার কাছে। তিনজনকে তিনটে লাথি মেরে রাজা গর্জ্জে উঠে যেন আমাদের কি জিজ্ঞেস করলে, কিছুই বুঝতে পারলুম না। কোথা থেকে সেই ডাকাত-সর্দ্দারটা এসে আবার সেই প্রশ্ন করলে—"রাজা জিজ্ঞেস করছে কৌটোর ভিতর কি ছিল ?—দে, শিগ্গির, নইলে ঐ দেখ" বলে দূরে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। একই সঙ্গে তিন জনে সেই দিকে চেয়ে দেখলুম। সর্ব্বনাশ! লম্বা লম্বা কাঠের সঙ্গে কয়েকটি অর্দ্ধ দগ্ধ লোকের কঙ্কাল ঝুলছে। তবে এরা নিশ্চয়ই ওদের এমনি কোন অপরাধের জন্যে পুড়িয়ে মেরেছে। সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ছ'চক্ষে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলাম।

রাজা আবার রাক্ষসের হাসি হেসে উঠল হঠাৎ। বিকট সে অট্টহাসি! তার পর একটা লোককে সে কি বললে। তৎক্ষণাৎ লোকটা বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই সে একটা বহু পুরোণো হাতীর দাঁতে কাজ করা ছোট একটা কাঠের বাক্স নিয়ে এসে রাজার পায়ের তলায় রাখল। বাক্সটা খুলে রাজা হাত দিয়ে দেখিয়ে ওদের দিকে চেয়ে আবার যেন কি জিজ্ঞেস করলে। ওরা তেমনি নির্ব্বাক। বাহাদুর অবাক হয়ে দেখলে বাক্স ভর্ত্তি মণি, মুক্তো, মোহর সব, মশালের আলোতে চকচক করছে।

চতুর ছেলে বাহাদুর। তার আর বুঝতে বাকী রইল না এই বাক্স তাদের খুলে দেখিয়ে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কি? কত হতভাগ্যের জীবন-কাহিনী জড়িত রয়েছে ঐ মণি-মুক্তোর সঙ্গে—কত রক্তা-রক্তি, কত নরহত্যা হয়েছে এগুলো লুণ্ঠন করে আনতে, আর তাই দেখিয়ে তাদের লোভ দেখাচ্ছে। যদি এতে করে আসল জিনিষটির খোঁজ পায়!

বীরের মতন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাহাদুর হাত নেড়ে জানালে যে, ও-সব তার চাইনে।

নিমেষে যেন সেই বৃদ্ধের দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। রাগে গর গর করতে করতে সে বুনোদের কি হুকুম করলে। অমনি চারদিকে আবার নৃত্য সুরু হল। দামামা বেজে উঠল। সুরাপানের ধুম পড়ে গেল। বুনোরা সব অমলদের ঘিরে নিয়ে চলল বনের দিকে এগিয়ে। কিন্তু কোথায়, কি উদ্দেশ্যে,—কে জানে!

দিন গিয়ে আবার রাত্রি এলো। ছোট্ট একটা গুহার ভেতর তিন জন বন্দী। পৃথিবী থেকে তারা যেন একেবারে বিচ্ছিন্ন। বাইরের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র ছিন্ন করে দিয়েছে বুনোরা। চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ঝিঁ ঝিঁ রব। এই গভীর বনে অতটুকু গুহার ভেতর যেন তাদের দম আটকে আসছিল। কিন্তু উপায় নেই, বুনোরা তাদের বন্দী করে রেখে গেছে। দূরে কোথাও থেকে থেকে বন্য জন্তুরা ভীষণ চীৎকার করে উঠছে। হয়ত বাঘ ভালুকরা সব দল বেঁধে বেরিয়েছে শিকার সন্ধানে। তাদের ক্ষুধার্ত্ত করুণ আর্ত্তনাদে থেকে থেকে বন কেঁপে উঠছে।

কতকালের পোড়ো গুহাটার ভেতর কেমন একটা ভাপসা দুর্গন্ধে ওদের যেন বমি আসছিল। অস্ত্র শস্ত্র 'কিছুই নেই। যা ছিল, বুনোরা সব কেড়ে নিয়েছে। অবশ দেহ নিয়ে তিন জনে যেন একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। নিজেদের নিঃশ্বাসের শব্দে নিজেরাই চমকে উঠছে। পৃথিবীতে এমন নির্জ্জন স্থানও আছে!

গুহার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বাহাদুর বললে—"আজ রাতটা কোনো রকমে কেটে গেলে কাল দিনের আলোতে হয়ত এখান থেকে মুক্ত হওয়ার একটা চেষ্টা দেখা যাবে। কিন্তু বুনোরা যেভাবে সবাই মিলে গুহার মুখে রাশি রাশি পাথর চাপা দিয়েছে, তাতে যে এখান থেকে বাইরের কারও সাহায্য ব্যতীত পালাতে পারবো, তা তো মনে হচ্ছে না। খাদ্য নেই, পানীয় নেই; এভাবে কি আমরা বাঁচবো ভাণ্ডু?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাণ্ডু বললে,—"আমি ভগবানে বিশ্বাস রাখি। যারা নিরপরাধ ভগবান তাদের চিরদিনই ক্ষমা করে থাকেন। আমার মনে হয় আজই হোক্, কালই হোক্ এমন একটা সুযোগ আমরা পাবো, যাতে করে এই অসভ্য বুনোদের হাত থেকে আমরা অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারবো।"

এবারে অমল কথা বললে।—"হ্যাঁ, ওসব ধর্ম্ম কথা রেখে দাও ভাণ্ডু। ভগবানই যদি থাকবে, তবে মামাবাবুর অমন অপঘাতে মৃত্যু ঘটতো না। কি অপরাধ করেছিলেন তিনি শুনি? —চুরি না ডাকাতি?"

বাহাদুর বললে,—"ওসব তর্ক রাখো অমল, এটা তর্কের সময় নয়। মামাবাবু কি অপরাধ করেছিলেন না করেছিলেন সেটা যখন আমাদের কারো জানা নেই, তখন তা' নিয়ে মিছে তর্ক করে লাভ কি? তার চাইতে বরং 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' শুধু এই চলতি কথাটার উপর বিশ্বাস রেখে উদ্ধারের চেষ্টা করা যাক। জলে যে ডুবেছে, ফাঁসির দড়িতে যে ঝুলেছে সেও কি একবারও শেষ চেষ্টা করেনি বাঁচবার জন্যে! বেঁচে থাকার এমনই একটা আনন্দ যে, জোর করে যাকে এ থেকে বঞ্চিত করতে যাওয়া হয়, কিম্বা স্বেচ্ছায়ও যদি কোন হতভাগ্য এ থেকে বঞ্চিত হতে যায় তবুও শেষ মুহূর্ত্তে বাঁচবার জন্যে তার অসহায় হাত দু'খানা আশ্রয় খোঁজে! তুমি মনে করছ যে আমরা এখানেই মরব। তা নয়! মৃত্যু কখন, কোথায়, কি অবস্থায় হবে, তা কেউ জানে না, আর জানে না বলেই প্রতি-নিয়ত জীবদের বাঁচবার চেষ্টা; নইলে তারা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকত আর ভাবত—এইরে আর তো বেশীদিন ভবের মেয়াদ নেই।"

এমনি তর্ক-বিতর্ক আর চিন্তা ভাবনায় অবশ দেহ এলিয়ে দিয়ে কখন যে তারা ঘুমিয়ে পড়ল বুঝতেই পারলে না। কত-ক্ষণ এমনি কেটেছে জানে না, হঠাৎ কি একটা শব্দে বাহাদুরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। শরীর তখন তার এত অবশ যে, সে ভাল করে চাইতেও পারছিল না। সে কোথায় কি অবস্থায় আছে তাও ভুলে গেছে। ব্যথায় সমস্ত শরীর জর্জ্জরিত, দারুণ ক্ষুধা আর তৃষ্ণা! 'উঃ মা গো!' বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে বসতেই তার কোমরে লাগল পাথরের একটা ভীষণ খোঁচা। হঠাৎ তার হুঁস হল—সে গুহায় বন্দী। বাইরে আবার সেই শব্দ! মনে হল কারা যেন সেই পাথরগুলো সরাচ্ছে। ভারী পাথর একটির পর একটি ছুঁড়ে ফেলছে আর তাতে এই শব্দ হচ্ছে।

বসে বসে বাহাদুর কান পেতে খানিকক্ষণ সেই শব্দ শুনে মনে মনে ভাবল—কে এই পাথর সরাচ্ছে? একি সেই ডাকাত-সর্দ্দার না তার চেলা-চামুণ্ডারা—না কোন অদৃশ্য বন্ধু তাদের মুক্তির পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। বন্ধু? না, এই গভীর বন বাদাড়ে বন্ধু তো কেউ তাদের নেই।—বন্ধু যারা এবং যেখানে আছে তারা হয়ত কেউ জানেই না যে এই দুরবস্থায় প্রতিপদে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে তাদের দিন কাটছে। এ খবর তো খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়নি। হয়ত ট্রেণ দুর্ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়ে থাকবে, কিন্তু তার সঙ্গে যে তারা জড়িত রয়েছে, শুধু তাদের ধরবার জন্যেই যে অমন একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেছে, তা তো কেউই জানে না?...নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাহাদুর নিজেই যেন নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল। মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে সে সোজা হয়ে উঠে বসল। ভাণ্ডু আর অমলকে জাগিয়ে দিয়ে বললে—"একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছ?—শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, কেউ নিশ্চয় গুহার মুখের পাথর সরাচ্ছে।"

রাত্রি কি দিন এতক্ষণ কিছু বোঝবার উপায় ছিল না ; কিন্তু এবারে কোথা থেকে এক ঝলক দিনের আলো এসে গুহার ভিতর পড়ল। বাহাদুর চেয়ে দেখল গুহার মুখের পাথর সরানো হয়েছে, তারই ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো আসছে। রাত কেটে গিয়ে নিশ্চয়ই দিন হয়েছে। একটু আলো আর বাতাস যেন তাদের জীবনী শক্তি ফিরিয়ে দিলে। কিন্তু ওরা কারা ? যারা নির্ব্বাক হয়ে কাজ করে যাচ্ছে ?

একটু পরই একটা পরিচিত গলার স্বর সেই রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে এসে গুহার ভিতর পেঁাছল। সেই অতি পরিচিত কঠোর কণ্ঠস্বর ! তাদের কানের কাছে বেজে উঠল—"এখনও ভেবে দেখ, কৌটোয় যা ছিল, দিবি ? না এমনি ভাবে এখানে অনাহারে পচে মরবি ? ভালো চাস তো এখনও দে ? নয় তো বলে দে কোথায় রেখেছিস ? এখনি ছেড়ে দিচ্ছি।" শব্দ থেমে গেল, কিন্তু গুহার ভিতর থেকে কোন প্রতিশব্দই হল না দেখে সেই নির্দ্দয় দস্যুটা আবার বললে,—"এখনও ভেবে দেখ, একদিন সময় দিয়েছে আমাদের রাজা। আজকের মধ্যে কোন সঠিক জবাব না পেলে আর তোদের কারও বাঁচতে হবে না। এই রইল তোদের খাদ্য, খেয়ে দেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে এখনও ভেবে দেখ।"

পাথরের ফাঁক দিয়ে খানিকটা আধ পোড়া মাংস আর বাঁশের চোঙে করে জল দিয়ে আবার গহ্বরের মুখে পাথর চাপা দিয়ে তারা সব চলে গেল।

খাদ্য আর পানীয় পেয়ে অমল, ভাণ্ডু আর বাহাদুর যেন হাতে স্বর্গ পেল। মনে হল কতকাল অনাহারে থাকার পর যেন তারা মুখের কাছে আহার পেয়েছে। হোক্ না আধ পোড়া মাংস, কিন্তু খাদ্য তো ?—এ খেয়েও তো মানুষেরা বেঁচে আছে ?

ঘেন্না দূরের কথা, পরম তৃপ্তির সঙ্গে তারা সেই আধ পোড়া মাংস চিবিয়ে খেতে লাগল। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, বাঁশের চোঙ থেকে ঢক ঢক করে জল গড়িয়ে খেলে সবাই। তৃপ্তি ! তৃপ্তি ! দেহে তাদের বল এল। যত বড় পাপিষ্ঠই হোক না এরা, এদের প্রাণে দয়া আছে ; নইলে তারা তাদের খাদ্য দেবে কেন ?

বাইরে তখন দিনের আলোতে রাতের অন্ধকার পালিয়েছে, কিন্তু গুহার ভেতর ঠিক তেমনি অন্ধকার। এর ভিতর থেকে দিবা রাত্রির তফাৎ কিচ্ছু বোঝবার উপায় নেই, এ যেন জীবন্ত সমাধি ! পৃথিবীর কোন গভীর বনের এক অন্ধকার গহ্বরে আজ তারা বন্দী। কিন্তু তবুও সুখের বিষয় এই, তারা খাদ্য পেয়েছে আর পেয়েছে পানীয়।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাহাদুর বললে—ওঃ, কি শান্তি ! ভাণ্ডু ! আবার দেহে ফিরে পেয়েছি বল, মনে পেয়েছি সাহস। আমরা বাঁচব অমল,—অন্ততঃ বাঁচবার জন্যে আবার আমরা লড়তে পারবো।"

ক্ষণকাল গুহার ভিতর সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে অমল। অমল প্রশ্ন করলে,—"কৌটো, কৌটো ! একটা কৌটোর ভিতর এমন কি অমূল্য রত্ন থাকতে পারে, যার জন্যে এত কাণ্ড ! ধন, রত্ন, মণি, মাণিক্য ?—কিন্তু ওর কিছুরই তো অভাব ওদের নেই। যে ধনের মালিক ওরা ! কাল রাত্রে যে অমূল্য সম্পদ ওরা আমাদের অবহেলায় বিলিয়ে দিতে চাইলে বাহাদুর, তার চাইতেও কি মহামূল্য জিনিষ ছিল ঐ কৌটোর ভিতর ? কত লোকের কত যত্নে রক্ষিত ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেছে ওরা, তাতেও ওদের ধনলিপ্সা মেটেনি। যার এত ধন আছে, সে কি তার ব্যবহার জানে ?"

"শুধু ওইটুকুই তুমি বোঝনি অমল"—বাহাদুর বললে,—"এ একটা নেশা। জুয়া খেলার নেশার চাইতেও বেশী। এ নেশা একবার যাদের পেয়ে বসে, তারা নিজেদের সুখ শান্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে রাতদিন শুধু এই নিয়েই পড়ে থাকে। একেই বলে কুবেরের ধন। এ ধন শুধু বাড়ানো আর রক্ষণা-বেক্ষণই কাজ। যুগ যুগান্তর ধরে এমনি কত ধন কত স্থানে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, অথচ প্রতিনিয়ত অন্নাভাবে কত লোক মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অর্থ নেই, খাদ্য নেই, পৃথিবীতে একটা হাহাকার কাণ্ড! আমি যদি কোনদিন অর্থ পাই অমল, সেটা অনর্থক ফেলে রাখবো না; তা দিয়ে এমন একটা কাজ করে যাবো, যাতে করে কোটি কোটি লোক তার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারে। রক ফেলারের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই! কোটীপতি ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ক'টি মুদ্রা ব্যয়িত হয়েছিল?—আজ সভ্যজগতে কোন্ দেশ, কোন্ জাতি অস্বীকার করতে পারবে যে তাঁর দানের অংশ গ্রহণ করেনি? সমস্ত জগৎ আজ তাঁর কাছে ঋণী।" একটা উত্তেজনায় মত্ত হয়ে বাহাদুর অনর্গল কতকগুলো অকাট্য সত্য কথা বলে যাচ্ছিল; বাধা দিলে তাকে ভাণ্ডু।

ভাণ্ডু বললে "সত্যি বড় খোকাবাবু! ট্রেনে যখন তুমি বলেছিলে যে আসল জিনিষটি তোমার কাছেই আছে, ডাকাতদের বিলিয়ে দিয়েছ শুধু কৌটোটা, তখন সেটা যে কি তা দেখবার সুযোগ আমাদের কারও হল না, কেন না সেই মুহূর্ত্তেই হয়ে গেল ট্রেন দুর্ঘটনা। তার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত যে কি ভাবে আমাদের সময় কেটে চলেছে তা' তো সবাই জানি, সে কথা বলেই বা কি লাভ! সত্যি কি জিনিষটি তোমার কাছে আছে? না তখন আমাদের ফাঁকি দিয়েছিলে। সে জিনিষটি কি

বড় খোকাবাবু? আমার মনে হয় জিনিষটি যাই হোক না কেন, বড় অপয়া জিনিষ সেটি। কারণ আমি বরাবর লক্ষ্য করে আসছি যে, জিনিষটির পেছনে রয়েছে খুন, জখম, মারামারি, কাটাকাটি আর রক্তারক্তি কাণ্ড জড়িত। আমি যেটুকু দেখেছি এবং যতখানি জানি, তাতে আমি জোর গলায় বলতে পারি, কর্ত্তাবাবু ওটা নিয়ে একদিনও শান্তিতে কাল কাটাতে পারেন নি। শেষ দিকে অযথা লোকের উপর তাঁর একটা দারুণ সন্দেহের বাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সময় সময় হয়ত তিনি নিজেকেও নিজে বিশ্বাস করতে পারতেন না। তার মুলে রয়েছে ঐ কৌটো; আর তাঁর মৃত্যুর কারণও ঐ কৌটো। অথচ কৌটোয় তাঁকে কি সাহায্য করেছে কিম্বা কি পেয়েছেন তিনি ঐ কৌটো থেকে? এত দিন সযত্নে রক্ষার বিনিময়ে কৌটো দিয়েছে তাঁকে মৃত্যু উপহার। এই যদি এর পরিণতি হয়, তবে জেনে শুনে আমরাই বা কেন বিপদকে বরণ করে ঘরে তুলে নিতে চাইছি। জিনিষটি কি এইটুকু জানবার পূর্ব্বেই যখন এত বিপদ; প্রকৃত জিনিষটি জানবার পর না জানি কি বিপদেই না পড়তে হবে আমাদের! কিন্তু কি সেই জিনিষটি বড় খোকাবাবু! সেটি কি সত্যি তোমার কাছে আছে, না আমাদের মিছিমিছি আশা দিয়ে শান্ত করছ?"

"নেশা, নেশা ভাণ্ড!"—বাহাদুর বললে,—"তোমাকেও ঠিক একই নেশায় পেয়েছে; নইলে এতক্ষণ যে জিনিষটির গুণ না বলে শুধু দোষই বর্ণনা করলে, এখন আবার সে জিনিষটি কি তাই জানতে চাইছ। এর মূলে রয়েছে নেশা। এই নেশার বশেই হয়ত মামাবাবু মৃত্যু বরণ করে নিয়েছেন, অথচ কৌটো ছাড়েন নি। আজ তোমাকে আমাকে সবাইকে সেই নেশাই পেয়ে বসেছে।"

হঠাৎ অধৈর্য্য হয়ে অমল চীৎকার করে বললে,—"নাও থামাও তোমার বক্তৃতা। আর ভাল লাগে না বাবু। ও-সব বাগাড়ম্বর ত্যাগ করে ভাল ছেলের মতন বল দিকিনি জিনিষটি সত্যি তোমার কাছে আছে কি না, এবং তা কি ?"

হো হো করে হেসে বাহাদুর অমলের পিঠ চাপড়ে বললে,—"তাই যদি থাকত বন্ধু, তবে কি আর এই অন্ধ গুহার আঁধারে প'চে মরি !"

অবাক হয়ে অমল আর ভাণ্ডু একই সাথে বলে উঠল,—"কি বলছ তুমি ? সত্যি সেটি তোমার কাছে নেই ?"

তেমনি ভাবে বাহাদুর বললে,—"হয়ত আছে ; কিন্তু সেটি যে কি তা তোমরাও যেমন জানো না, আমিও তেমনি জানি না। তবে জিনিষটি যে বড় কষ্টদায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তোমরা হয়ত জান না, বা ভাবতেও পার না যে কি ভাবে আমি সেটিকে রক্ষা কচ্ছি ! কিন্তু তবুও আমি জিনিষটিকে সযত্নে রেখেছি। যদি কখনও সময় হয়, যদি কখনও সুযোগ পাই তো দেখবো সেটি কি মহামূল্য রত্ন। হয়ত ভাণ্ডুর কথাই ঠিক, এর পেছনে হয়তো রয়েছে বিপদ আর রক্তারক্তি, খুন আর জখম। আমি ভেবে দেখেছি পৃথিবীর সব চাইতে মূল্যবান যে হীরকখণ্ড তার পেছনেও জড়িত রয়েছে এক বিরাট রক্তাক্ত ইতিহাস। অবশেষে সে স্থান পেলে কোথায় তা জানো ?—সমুদ্রের গর্ভে।

ভাণ্ডু বললে,—বড় খোকাবাবু, আমার বিশ্বাস হয় না যে জিনিষটি তোমার কাছে আছে ! তাই যদি হবে, তবে ডাকাতরা যখন গতরাত্রে আমাদের দেহ তল্লাস করলে, তন্ন তন্ন করে তিন জনের আপাদমস্তক খুঁজে দেখলে, তখন তারা পেলে না কেন ?"

গম্ভীর হয়ে বাহাদুর বললে,—"যেহেতু তারা অতি বোকা।

গায়ে তাদের অসীম শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু মাথায় তাদের বুদ্ধি নেই। তারা আমাদের কাছে জিনিষটি খুঁজে পায়নি বলেই এটা প্রমাণিত হয় না যে, জিনিষটি আমাদের কাছে নেই। যাক্ এ বিষয় নিয়ে আমি আর তর্ক করতে চাইনে। হয়ত বাইরে থেকে তারা কেউ আবার আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে যেতে পারে। এখন এ অবস্থায় এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় নয়।"

সবাই চুপ। মনে মনে নানারূপ চিন্তা করতে করতে আবার তারা নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিলে।

কতক্ষণ এমনি ভাবে কেটেছে তা' কেউ জানে না। হঠাৎ আবার একটা শব্দে একসঙ্গে তিনজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে একটা গোলমাল শুনতে পেলে তারা। ঠিক সেই দিনের মত তেমনি বাজনা আর নৃত্যের শব্দ বলেই মনে হল। নিশ্চয়ই আবার বুনোরা এসেছে তাদের ধরে নিতে। সঙ্গে সঙ্গে দমাদ্দম পাথর ছোঁড়ার শব্দ হল।

বাহাদুররা যা ভেবেছিল ঠিক তাই। একটু পরেই গুহার মুখের পাথরগুলি কা'রা যেন সরিয়ে ফেল্লে। বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাহাদুররা গুহার সেই খোলা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, মশালের আলোয় চারিধার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—আর সেই দুর্দ্দান্ত বুনোরা উন্মত্ত হয়ে প্রলয় নাচন শুরু করেছে,—ঢাক আর রামশিঙা বাজিয়ে।

সর্দ্দারের হুকুমে কতকগুলো বুনো এসে ওদের ধরে টেনে হিচড়ে গহ্বর থেকে বাইরে বের করলে। কি যে তাদের দুর্ব্বোধ্য ভাষা, বোঝবার উপায় নেই। সবাই তাদের ঘিরে নিয়ে চলল রাজার কাছে। মঞ্চের সামনে তিনটে শাল কাঠ পোঁতা রয়েছে। তিনজনকে টেনে নিয়ে বুনোরা তিনটে কাঠের

সঙ্গে বুনো লতা বেত ইত্যাদি দিয়ে কসে বাঁধল। বাহাদুর চেয়ে দেখলে ঠিক সেই দিনের মতন আজও তাদের রাজা তেমনি বীভৎস মুখ করে রক্তচক্ষে বসে রয়েছে, আর ঘন ঘন সুরা পান করছে। এদিকে মস্তবড় একটা কাঠের হাঁড়ি থেকে সব বুনোরা আকণ্ঠ মদিরা পান কচ্ছে আর মশাল হাতে ধেই ধেই করে নাচছে। তাদের কাণ্ড দেখে অমলের চক্ষু স্থির! ভয়ে তার বাক্ রোধ হবার জোগাড়।

মঞ্চের উপর রাজার পায়ের কাছে ভাণ্ডুর বন্দুক আর বাহাদুরের রিভলভারটা মশালের আলোকে তখনও চক্ চক্ করছে।

'আনা নানা হেঃ হেঃ—উহোঃ উহোঃ হুম্ হুম্' করে কি এক অদ্ভুত সুরে গান গেয়ে গেয়ে সবাই মশাল হাতে তাদের তিন জনের চার দিক দিয়ে চক্রাকারে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে।

হঠাৎ রাজা উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চে বর্শা ঠুকে তাদের ভাষায় বুনোদের কি যেন জিজ্ঞেস করলে; অমনি সব বুনোরা মাটিতে গড় হয়ে পড়ল। মুহূর্ত্তে আবার আর একবার বর্শা ঠোকার শব্দে তারা বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। এর কি অর্থ তা তারাই জানে। বাহাদুর চার দিকে চেয়ে সেই ডাকাত সর্দ্দার আর তার দলবল কাউকে দেখতে পেলে না। একটু আগে তারা রাজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। হয়ত অপর কোনও ঘাঁটিতে তাদের মোতায়েন থাকতে হবে, তাই চলে গেছে।

অমল আর ভাণ্ডু করুণ দৃষ্টিতে বার বার বাহাদুরের দিকে চাইতে লাগল। তবুও যদি বাহাদুর সেই জিনিষটি বের করে দেয়।

আর বেশীক্ষণ বাকী নেই, হয়ত একটু পরেই অসভ্যরা তাদের মশালের আগুনে পুড়িয়ে মারবে। ভয়ে অমল অচৈতন্য হয়ে

পড়ল ; ভাণ্ডুর অবস্থাও প্রায় তাই। বাঁচবার আর কোন আশাই যেন নেই ; বাহাদুর তা' নিশ্চিত জানে। কিন্তু সব জেনে শুনেও বাহাদুর সেই রহস্যময় জিনিষটি বের করে দিলে না। লোকের কাছে ভিক্ষে চাইতে সে শেখেনি কোনোদিন। আজ মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও তার সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ল। সে ভীরু নয়, সে কাপুরুষ নয়। সে জানে যে, যে জিনিষটির জন্য আজ তাদের মরতে হচ্ছে, সেই জিনিষটি বের করে দিলে হয়ত অসভ্যরা তাদের ছেড়ে দেবে ; কিন্তু সব জেনে শুনেও বাহাদুর ঠিক তেমনি দৃঢ় হয়ে রইল। বাহাদুরের ভারি কষ্ট হল অমল আর ভাণ্ডুর জন্য। এই নিরপরাধ দু'টি লোক শুধু তারই একটা খেয়ালের জন্য প্রাণ দেবে। কথাটা ভাবতেই তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

অসভ্যেরা এদিকে রাজার হুকুমে আর মদে মত্ত হয়ে বার বার তাদের তিন জনের গায়ে আগুনের ছেঁকা দিতে লাগল। বাজনার তালে তালে তারা ক্রমেই ক্ষিপ্তের মত এলোমেলো পা ফেলে লাফাতে সুরু করে দিলে। এরা মানুষ না পিশাচ—না রাক্ষস! মানুষ হয়ে মানুষদের পুড়িয়ে মারতে এদের কি আনন্দ! বাহাদুর চেয়ে দেখলে এদের বীভৎস মুখগুলো অত্যধিক সুরাপানের ফলে যেন আরও কদাকার হয়ে উঠেছে! মশালের ধোঁয়ায় আর দুর্গন্ধে চারদিক প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ফাঁক দিয়ে বাহাদুর দেখতে পেলে মঞ্চের উপর থেকে টলতে টলতে তাদের রাজা মাটীতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা বুনো তাকে ধরতে গেল বটে ; কিন্তু তারাও তাদের দেহভার কোনক্রমেই রক্ষা করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলে না। টলতে টলতে রাজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। এদিকে যারা নৃত্য করছিল তাদের অবস্থাও প্রায় তাই।

আজ তারা অত্যধিক সুরা পান করেছে উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে—এ তারই কুফল।

যত কুফলই হোক না কেন, বাহাদুরের পক্ষে আজ এটা সুফল। কেন না এইত সুযোগ। সুযোগ!—সুযোগ! আশার আনন্দে বাহাদুরের বুকটা নেচে উঠল। সজোরে সে সেই বেত আর বুনো লতার বাঁধন হতে মুক্ত হতে চেষ্টা করলে; কিন্তু হায় বাঁধন যে বড় শক্ত! তার মনে হল একটা বৃহৎ আকার অজগর যেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে সেই খুঁটির সাথে পেঁচিয়ে ধরেছে। দাঁত দিয়ে সে বার বার তার গলার কাছের বেতটা কামড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করতে লাগল। ততক্ষণে বুনোরা প্রায় সবাই মাটিতে নেতিয়ে পড়েছে নেশার ঘোরে। আর যে দু' চারটে দাঁড়িয়ে আছে মাটির উপর, তাদেরও পায়ের কব্জিতে জোর নেই, শুধুই টলছে আর এলো-মেলো পা ফেলে আবোল তাবোল বকছে।

প্রবল চেষ্টার ফলে হঠাৎ একটা আধপোড়া বেত ছিঁড়ে গেল। ঘড়ির মেইন স্প্রিং কেটে গেলে যেমন মুহূর্ত্তে তার কঠিন বেষ্টনী খুলে যায়, ঠিক তেমনি মুহূর্ত্তে সমস্ত বেতের বাঁধন খুলে গেল। মুক্ত হয়েই বাহাদুর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অমল আর ভাণ্ডুকে মুক্ত করলে। চেতনা ফিরিয়ে পেয়ে অমল দেখলে সে মুক্ত! সবাই মুক্ত! ত্রস্তপদে এগিয়ে গিয়ে বন্দুক আর রিভলবারটা তুলে নিয়ে বাহাদুর বললে,—"আর এক মুহূর্ত্তও এখানে নয়। পালিয়ে এসো—পালিয়ে এসো শিগ্‌গির।"

ছুটতে গিয়ে হঠাৎ তারা দেখতে পেলে বুনোদের ভিতরে কয়েকটা মাতালের যেন মদের নেশা ছুটে গেছে। তারা হৈ হৈ করে তেড়ে আসছে। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে বাহাদুর হাতের

বন্দুক ছুঁড়তে গেল কিন্তু হায় তাতে গুলি নেই! কিন্তু উত্তেজনায় তখন বাহাদুরের সমস্ত শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। গুলি নেই কিন্তু হাতে বন্দুক আছে তো! বন্দুকের নল কসে ধরে গোড়া দিয়ে বাহাদুর দমাদ্দম পেটাতে লাগল। এদিকে হঠাৎ দু' দু' বার ভাণ্ডুর রিভলবার গর্জ্জে উঠল। বুনো কয়েকটা কুকুরের মতন ছুটে পালাল আর তার মধ্যে গোটাকয়েক আহত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। বাহাদুর বললে—"ভাণ্ডু, অমল আর নয়, এবারে ছুটে চল, ছুটে চল শিগ্‌গির যেদিকে দু'পা চলে……"

সর্ব্বনাশ ! এ কোথায় তাদের নিয়ে এল ।

মৃত্যু যেন তাদের পিছনে তাড়া করেছে। দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হয়ে ছুটে চলল তিনটে প্রাণী। অপরিচিত, অজ্ঞাত গভীর পথচিহ্নহীন অরণ্য। প্রতি পদে তীক্ষ্ণ কাঁটার আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল তাদের হাতপা। সর্ব্বাঙ্গ কঠিন পাথরে প্রতিহত হয়ে রক্তাক্ত হয়ে উঠল; তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই। ক্লান্তি তাদের সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে আসছে, তবুও ছুটে চলার বিরাম নেই—শুধু চলা আর চলা। তারা জানে না এ চলার শেষ কোথায়। তবে এইটুকু আন্দাজ করতে পারে, যে কোনো মুহূর্ত্তে মৃত্যুর হিম-শীতল কোলে তারা ঢলে পড়তে পারে। তাদের এ অভিযানের সামনে, পিছনে, আশে, পাশে, চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভীষণ মৃত্যুর চেলা-চামুণ্ডারা। এরা অতি হৃদয়হীন, অতি নির্ম্মম, দয়া, মায়া, ক্ষমা কি জিনিষ তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কাজেই একবার তাদের কবলে পড়লে আর উদ্ধারের আশা নাই।

ক্ষণে ক্ষণে অসভ্য বর্ব্বরদের উন্মত্ত ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ভেসে আসে অতি দূর হ'তে—তাদের নিষ্ফল আক্রোশ রাত্রির স্তব্ধতাকে যেন খণ্ড বিখণ্ড করে—তাদের মশালের অগ্নিলীলা রাত্রির অন্ধকারকে যেন ছিন্ন ভিন্ন করে রক্তরাঙা রঙে রাঙিয়ে তুলেছে দূর দূরান্তরের পর্ব্বত প্রান্তর ও বৃক্ষশ্রেণীকে। এক একবার মনে হয় ওরা এসে পড়ল বলে, আর দেরী নেই—আর তাদের রক্ষা নেই। এর চেয়ে একটা অজগর কিম্বা একটা তীব্র বিষাক্ত সর্পের দংশন অথবা হিংস্র ব্যাঘ্রের তীক্ষ্ণতম নখাঘাতে মৃত্যুও যেন কত লোভনীয়, কত আরামপ্রদ! কিন্তু তাদের অদৃষ্ট

দোষে কি আজ সেই সব হিংস্র শ্বাপদেরাও এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে? কই, এই গভীর বন, দুর্গম পাহাড়, ভয়াবহ অঞ্চলেও একটা জানোয়ারের সঙ্গেও তাদের দেখা হচ্ছে না। কেবল তাদের পিছনে ধাওয়া করেছে নিশ্চিত মৃত্যুর মত অতি ভয়ঙ্কর, দুর্দ্দান্ত নরপিশাচের দল। তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব,—সম্পূর্ণ অসম্ভব!

মৃত্যু-ভয়াতুর দু'টো যুবক আর এক প্রোঢ় ছুটে চলেছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মৃত্যুভয়ে দুর্ব্বল পঙ্গু তারা; কিন্তু তবুও তাদের চলার শেষ নেই। মশালের ঝলকে তাদের সমস্ত শরীর ঝলসে গেছে; সামান্য বায়ুর স্পর্শে তা যেন আগুনের মত জ্বলে ওঠে, কিন্তু সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই—যতক্ষণ তাদের দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ আছে তাদের আশা। থেকে থেকে শুধুই তাদের মনে হচ্ছে, তারা যে আজ ক'টা দিন ধরে অনবরত ছুটতে আরম্ভ করেছে, সে যেন কত যুগের কথা। কত শত যোজন পথ তারা অতিক্রম করে চলেছে। এ যেন তাদের একান্ত পরিচিত পৃথিবী নয়; শুধুই প্রাণান্তকর দুঃস্বপ্নের একটা অংশ মাত্র। তারা যেন তাদের সুন্দর ধরিত্রীর বুক থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে—অজ্ঞাত কোনো গ্রহের ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে। যেখানে মুহূর্ত্তের বিশ্রাম মানে ভীষণ মৃত্যু। তাদের চলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, তবুও চলার বেগেই তারা ছুটে চলেছে।

অন্ধকারের মধ্য থেকে হঠাৎ একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শোনা গেল, আর সেটা নিঃশেষে মিলিয়ে যাবার আগেই শোনা গেল নীচে একটা গুরুভার বস্তুর পতনের শব্দ। আচমকা থেমে বাহাদুর চাপা কণ্ঠে ডাকল—"অমল, অমল!" কোনও সাড়া এলো না তার ডাকে। এদিকে পেছন থেকে ভাণ্ডু চীৎকার

করে উঠল,—"সর্ব্বনাশ! ছোট খোকাবাবু কোথায় পড়ে গেল। কি উপায় হবে?"

এই আকস্মিক বিপদে বাহাদুরও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার অতবড় শক্তিমান দেহখানাও এখন যেন ক্রমশঃ অবশ হয়ে এল! কেবলই তার মনে হল—নাঃ আর পারছি না, বিশ্রাম, একটু বিশ্রাম চাই—চাই শুধু মাটীর বুকে লুটিয়ে পড়তে। অথচ হঠাৎ আবার এই নতুন বিপদ। সহসা বাহাদুর কি করবে কিছুই স্থির করতে পারলে না।

এদিকে ভাণ্ডু বার বার শুধু পাগলের মতন হাউ মাউ করে কেঁদে উঠতে লাগল—"বড় খোকাবাবু, ছোট খোকাবাবুকে খুঁজে বার কর শিগ্গির।—হায় রে কী হ'ল!"

তাকে একরকম ধমকে থামিয়ে দিয়ে বাহাদুর বলল,—"ভাণ্ডু তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? এখানে এই গভীর রাতে শুধু শুধু অসহায়ের মতন চীৎকার করলেই কি আমরা অমলকে ফিরে পাবো মনে করেছ? বিপদে অমন অধৈর্য্য হলে চলে না। যে প্রিয় তার বিচ্ছেদে প্রাণ কাঁদে জানি, কিন্তু তাকে ফিরে পাবার চেষ্টা না করে শুধু শুধু ছেলেমানুষের মতন কাঁদলে আরও বিপদ ডেকে আনা ছাড়া অন্য কিছু হবে বলে তো আমার মনে হয় না। তুমি চুপ কর। অমলকে যদি এই অন্ধকারে খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে। এই ভীষণ অন্ধকারে কিছু করে ওঠা সহজ হবে না। আর একবার এ জায়গাটা ছেড়ে অন্য কোথাও সরে পড়লে ভবিষ্যতে হয়ত এ জায়গাটা খুঁজে বার করাও কঠিন হবে। দেখা যাক তবুও কি করতে পারি।"

বাহাদুর দু' হাতের তালু তার মুখের দু'দিকে রেখে চীৎকার করে "অমল অমল" বলে ডাকতে লাগল সেইখানে দাঁড়িয়ে।

তার কণ্ঠস্বর দূরে পাহাড়ের গায়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল, কিন্তু অমল কোন সাড়া দিলে না। তবে কি অমল বেঁচে নেই! বাহাদুর আবার ডাকলে। এবার মনে হল তার পায়ের তলা দিয়ে সে শব্দ কোথায় বিলীন হয়ে গেল। সব চেষ্টাই বৃথা। বাহাদুরের মনে হ'ল তার দেহের সমস্ত শক্তি, মনের সমস্ত উদ্যম যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। সে বললে—ভাণ্ডু আর পারিনে, এইখানেই আমি আজকের মতন শুয়ে পড়লুম; তারপর যদি বেঁচে থাকি কাল দিনের আলোতে দেখা যাবে।" শোকে দুঃখে ও নিষ্ফল ক্রোধে ভাণ্ডুরও কণ্ঠ রোধ হয়ে এল; কিন্তু তবুও সে বাহাদুরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল,—"ছোট খোকাবাবুকে আর আমাকে এ রকম মৃত্যুর মুখে সঁপে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লে! তোমার এই অদ্ভুত খেয়ালের বশে আজ আমরা এখানে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। নিষ্ঠুরের মত কতকগুলো ডাকাত আর অসভ্য বুনোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আজ শত শত লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছ তুমি। কেন তুমি ঐ তুচ্ছ কৌটোটাকে ঐ ডাকাত সর্দ্দারের মুখে ছুঁড়ে, ফেলে দিলে না। তাহলে আমরা অনায়াসে ফিরে যেতে পারতুম কোলকাতায় আর এতগুলো লোককে ট্রেণ দুর্ঘটনায় ওরকম ভীষণ মৃত্যুকে বরণ করতে হ'ত না। কি লাভ হবে আমাদের ঐ অদ্ভুত অজ্ঞাত পদার্থে—যা পদে পদে ভীষণ বিভীষিকা, তীব্র যন্ত্রণা আর মৃত্যু নিয়ে আসছে। আজ আমার ভয় হয় তোমাকে! বল তুমি কে?"

রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে বাহাদুরও সেইখানে বসে পড়ল। এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে সত্যই মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া যেন আর দ্বিতীয় পথ খোলা নেই।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, তারপর ধীরে ধীরে তরল অন্ধকারের ভেতর থেকে পূবের আকাশে দেখা দিল অপূর্ব্ব

রক্ত-রেখা। তার সোনার রংএ সুউচ্চ সরল ও শাল গাছের চূড়া ভরে উঠল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস শরীরের সমস্ত গ্লানি মুছে নিল মায়ের কোমল পরশের মত। বুনোদের মশালের আলো দূর দূরান্তর বনপ্রান্তে ক্ষীণ কোলাহলের সঙ্গে অনেক আগেই মিলিয়ে গেছে।

ভোরের সেই অস্ফুট আলোতে ভাণ্ডু দেখতে পেলে একটা বড় পাথরের আড়ালে বাহাদুর নিদ্রিত। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে ভাণ্ডুর বড় কষ্ট হল। মনে হল সে যেন বড়ই ক্লান্ত, বড়ই অসহায়। একটা তীব্র যন্ত্রণা যেন তার দেহটাকে ছেয়ে আছে।

ভাণ্ডুর অন্তর করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সে বাহাদুরের মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলে নিয়ে চুপ করে তার মুখের দিকে পরম স্নেহভরে তাকিয়ে বসে রইল—সে ভুলে গেল তাকে ডাকতে—তাকে জাগাতে।

বাহাদুর চোখ মেলে চেয়ে প্রথমটা যেন অবাক্ হয়ে গেল। এই অদ্ভুত রহস্যময় অরণ্য—ভাণ্ডুর কোলে মাথা রেখে ঘুমানো —কি এর অর্থ! কিছুই যেন তার মনে হল না। সে ভাবল এও যেন তার সেই স্বপ্নেরই এক অংশ মাত্র। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তার চেতনা ফিরে এল। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল তার মনে গত রাতের কথা—অমলের কথা।

হঠাৎ চমকে লাফিয়ে উঠল বাহাদুর—"অমল—অমল কোথায় ভাণ্ডু?" হয়ত কোন দুর্ভেদ্য অন্ধকার গহ্বরের ভিতর সে পড়ে আছে। সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে তারই বা নিশ্চয়তা কি! আর সে? বন্ধুকে এমন বিপন্ন জেনেও নিশ্চিন্তে ভাণ্ডুর কোলে মাথা রেখে অলসের মতন রাত্রিটা কাটিয়ে দিলে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! নিজের উপর নিদারুণ ক্ষোভে বাহাদুর অস্থির হয়ে

উঠল। সত্যি সে অমানুষ! ভাণ্ডু কাল রাত্রে তাকে মিথ্যে গালাগাল করেনি। তার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আত্ম-গ্লানিতে বাহাদুরের সমস্ত মনটা ব্যথিত হয়ে উঠল।

লাফিয়ে উঠে ইতস্ততঃ চাইতেই অদূরে একটা গহ্বরের মতন তার চোখে পড়ল। ছুটে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল সে। সেটি একটা গোল গহ্বরের মুখ বলে মনে হল তার। যেন মানুষের হাতে তৈরী, কিন্তু বহু পুরানো। অনেক গাছ আর মোটা মোটা বুনো লতায় সেই গহ্বরের মুখের অনেকটা ঢেকে আছে। পা দিয়ে লতা পাতা সরিয়ে বাহাদুর প্রাণপণ চীৎকার করে "অমল, অমল" বলে ডাকল। কিন্তু অমলের কোনই সাড়া এল না, তার পরিবর্তে মনে হল বহুদূর হতে—সেই গহ্বরের অপর প্রান্ত হতে কে যেন বার বার তাকে ব্যঙ্গ করে "অমল অমল" করে ডাকছে। বাহাদুর খুব ভাল করে দেখে নিয়ে একটা মোটা লতায় ভর দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো; তারপর সেই লতা অবলম্বন করে ধীরে ধীরে সে গহ্বরের ভিতরের দিকে নেমে চলল।

"কোথা চললে বড় খোকাবাবু?"—চঞ্চল হয়ে ভাণ্ডু প্রশ্ন করল,—"লতা যদি ছিঁড়ে যায়?"

"ছিঁড়ে যায় পড়ে মরব আমি," বাহাদুর বলল,—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাল রাতের অন্ধকারে নিশ্চয় অমল এই গহ্বরের ভিতর পড়ে গেছে। যদি তাকে পাই ফিরব, নচেৎ এই শেষ।"

গর্তের মুখে ঝুঁকে ভাণ্ডু চেঁচিয়ে বললে,—"রিভলবারটা নিয়ে যাও বড় খোকাবাবু। কথা শোনো, খালি হাতে যেয়ো না

বাহাদুর ততক্ষণে অনেক দূর নেমে গেছে। সে আর কোনই সাড়া দিলে না। ঘুরতে ঘুরতে ভাণ্ডুর উচ্চারিত কথা

কয়েকটিই শুধু আবার ক্ষীণ হয়ে গুহার মুখে ফিরে এল—
“কথা শোনো, খালি হাতে যেয়ো না বলছি।”

ভাণ্ডু বুঝতে পারলে না তার এখন কি করা উচিত। বাহাদুরের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষায় সেইখানে অপেক্ষা করবে, কি তার অনুসরণ করবে তা সে প্রথমে বুঝেই উঠতে পারল না। হঠাৎ সেই নির্জ্জন বন-মধ্যে একাকী তার মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে রিভলবারটা কোমরে গুঁজে বন্দুকটা পিঠে বেঁধে সে সেই লতা ধরে ঝুলে পড়ল।

গহ্বরের তলাটা ছোট ছোট পাথরের নুড়িতে ঢাকা এবং ভিজে ও সেঁৎসেঁতে। কোথাও কোথাও যেন ঝির ঝির করে একটু জল বয়ে যাচ্ছে ঝরণার মত। উপরের অস্পষ্ট আলোতে অনুসন্ধান করে বাহাদুর খানিক দূরে বাস্তবিকই অমলকে দেখতে পেল। হঠাৎ একটা অজানা ভয়ে তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। অমল মৃত কি জীবিত! তার নিশ্চল দেহের ভিতর প্রাণ আছে কি নেই! শরীরে হাত দিয়ে দেখতেও যেন বাহাদুর শঙ্কিত হয়ে উঠল। যদি তার শরীরে আর উত্তাপের লেশমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে!

কম্পিত হস্তে বাহাদুর অমলের বুকের উপর হাত রেখে দেখলে সেখানে অতি ক্ষীণ স্পন্দনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তবে সে বেঁচে আছে। আশার আনন্দে তার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পায়ের তলার ঝরণার জল আঁজলা করে সে তার মুখে চোখে ছিটিয়ে দিতে লাগল ধীরে ধীরে। ততক্ষণে ভাণ্ডুও এসে পড়ল সেখানে।

দুজনের আপ্রাণ সেবা ও যত্নে ধীরে ধীরে অমলের চেতনা ফিরে এল। বাহাদুর, ভাণ্ডু আর অমল ঝরণার জল আকণ্ঠ পান করে নিল। ওঃ কি শান্তি! কি আরাম! সমস্ত শরীর

তাদের জুড়িয়ে গেল। এত পরিশ্রম ও পথ-চলার কষ্টের পর আজ আর তাদের দেহ যেন তারা কেউ বয়ে নিতে পারছে না। পাগুলো তাদের অবশ অসাড় হয়ে পড়েছে। এই তাদের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান। এখানে ডাকাত সর্দ্দার বা বুনোরা কেউই সন্ধান করে উঠতে পারবে না। পরম নিশ্চিন্তে তারা বিশ্রাম করে নিল। এবারে ক্ষুধার জ্বালায় তারা অস্থির হয়ে উঠলো। সামান্য খাদ্যও যদি তারা পেত, তবে তিনজনে তাই ভাগাভাগি করে খেত। কিন্তু কোথায় পাবে তারা খাদ্য ?

গহ্বরের মুখের ম্লান আলোতে তাদের মনে হল, দুপুর পার হয়ে গেছে। এবার তাদের অগ্রসর হতে হবে। অমল দাঁড়াতে গিয়ে দেখলো তার সমস্ত শরীরে ব্যথা। বিশেষ করে কাল রাত্রে পড়ে গিয়ে তার কোমরে ভীষণ চোট লেগেছে। কিন্তু তবুও চলতেই হবে। এই গহ্বরের ভিতর থেকে তাদের নিষ্কৃতি পেতে হবে। বাহাদুর আর ভাণ্ডুর কাঁধে ভর দিয়ে অমল এগিয়ে চলল।

মাটির ভিতর এই কাটা গহ্বর পথ যে কে কবে তৈরী করেছিল কে জানে। আর কে-ই বা জানে যে কতশত বৎসর ধরে এটা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। হয়ত বহু শত বৎসর ধরে এখানে কোনও জন মানবের পদচিহ্ন পড়েনি। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, কোনও কালে এটা যে মানুষ চলাচলের জন্যই তৈরী হয়েছিল তা' এর বেশ প্রশস্ত গড়ন এবং মাঝে মাঝে আলো বাতাস আসবার জন্য উপর পর্য্যন্ত চওড়া গর্ত্ত দেখলেই বেশ মনে হয়।

সুড়ঙ্গটা ক্রমশঃই যেন মনে হয় নীচের দিকে অতল পাতালপুরীর দিকে নেমে চলেছে! এ কোথায় চলেছে তারা?

এই রহস্যাবৃত গহ্বরের শেষ কোথায় ? তবু চলেছে তিন জন মরণ পথের যাত্রী নিরুদ্দেশের পথে।

অমল ক্ষীণ স্বরে বল্লে "আর পারি না ভাই বাহাদুর! তিলে তিলে এ ভাবে মৃত্যুকে বরণ করার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়াই যে ছিল ভালো।"

বাহাদুরের উদ্ধার পাওয়ার আশা এখনো যায় নাই, এখনো সে সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দেয় নাই। বল্লে "ভাই অমল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা শিগ্গিরই উদ্ধার পাব। বরাতে যদি আমাদের মৃত্যুই থাকত, তবে অনেক আগেই আমরা পরপারের যাত্রী হতাম। দেখলে না, কত সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে আমরা আশ্চর্য্য রকমে উদ্ধার পেয়েছি। ভগবানের নিশ্চয়ই ইচ্ছা নয়—আমাদের মৃত্যু হয়।"

ভাণ্ডু বল্লে—"আমারও কেন জানি তাই মনে হচ্ছে বড় খোকাবাবু। কপালে মরণ লেখা থাকলে সেই ট্রেন দুর্ঘটনাতেই আমাদের ভবলীলা শেষ হয়ে যেত,—তারপর, কত মারাত্মক মৃত্যুঝড় আমাদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেল, কিন্তু কই আমরা তো এখনো বেঁচে আছি। ছোট খোকাবাবু, তুমি নিরাশ হয়ো না। আমারও বিশ্বাস আমরা রক্ষা পাব।"

তিনজনে ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গের পথে নেমে চলেছে, হঠাৎ এক ঝলক আলো যেন তাদের শরীরে এসে পড়ল। বাহাদুর বুঝল কোন অদৃশ্য পথে বাইরের আলো ভিতরে এসে পড়ছে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো,—তারপর বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল "অমল, ভাণ্ডু, ঐ ছাখো সামনে একটা বাঁধানো বেদীর মত কি যেন দেখা যাচ্ছে,—তার উপরে কার যেন একটা স্মৃতিস্তম্ভ।"

তিনজনে এগিয়ে এলো সেই বেদীটার কাছে। তাদের আর বিস্ময়ের শেষ নাই। এই অতল পাতাল প্রদেশে এমন

সুন্দর বেদী তৈরি করে রেখেছে কে ? আর এই স্মৃতিস্তম্ভটিই বা কার ?

মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনজনে ফ্যাল ফ্যাল করে সেই অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় স্মৃতিস্তম্ভটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বেদীটির চারিধারে উজ্জ্বল আলো ঝলমল করছে। কোন্ অলক্ষ্য পথে যে এই আলো এসে পড়ছে তাও বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

ভালো করে স্মৃতিস্তম্ভটি পরীক্ষা করতে করতে বাহাদুর আবার বলে উঠল "এ আবার কি ! হিজিবিজি কি সব লেখা এই স্মৃতিস্তম্ভটার গায়ে,—" এইটুকু বলে সে আরো গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি যেন পরীক্ষা করতে লাগল।

অমল ততক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে। সেও বিশেষ আশ্চর্য্য হয়েই সেই স্মৃতিস্তম্ভটা দেখতে লাগল। অস্পষ্ট লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল—"হিজিবিজি লেখা নয় বাহাদুর, সংস্কৃত, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কি সব লেখা রয়েছে। দাঁড়াও আমি পড়ছি।"

অমল সংস্কৃতের একজন ভালো ছাত্র। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে সংস্কৃতে 'লেটার' পেয়েছিল, সে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সেই লেখাগুলি পড়তে লাগল।

অমল যা পাঠোদ্ধার করল, তার সারমর্ম্ম এই—"সাধারণ মানুষের অজানা একটি দুর্ল্লভ ধাতু দিয়ে এই স্তম্ভটির দরজা তৈরী। এই গোপনীয় দরজাটি খুলবার চাবিটিও এই একই ধাতুর তৈরী। আমার মৃত্যুর আগে একটি কৌটোয় 'ভুর্জ্জ পত্রে মুড়ে' এই চাবিটি গভীর জঙ্গলের কোনো গোপনীয় স্থানে রেখে আসব। যে নিজের অদৃষ্টের গুণে এই চাবির সন্ধান পাবে, সেই হবে আমার এই কুবেরের ভাণ্ডারের মালিক। বহু বছরের

সাধনায় আমি এই নিরালা গুহায় আমার নিজের স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করে গেলাম। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি এই গুপ্ত স্থানের ঠিকানা জানে না। তবে আমার মৃত্যুর পরে এই চাবির কথাটা অনেকেই জানতে পারবে। কিন্তু চাবিটি না পাওয়া পর্য্যন্ত—এই গুহার সন্ধান কেউ পাবে না, কারণ সেই চাবির মোড়ক ভুর্জ্জ পত্রেই এই গুপ্ত স্থানের নির্দ্দেশ দেওয়া থাকবে।" আরো কি জানি কি সব লেখা ছিল কিন্তু সেগুলি এত অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তা আর পড়া গেল না। সকলের নীচে কি একটা নাম ছিল—তার শেষেরটুকু মাত্র পড়া গেল—"…… তান্ত্রিক।"

সমস্ত শুনে বাহাদুর উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—"কৌটোর কথা কি পড়লে অমল, আর একবার ভালো করে পড়ত ?"

অমল আবার পড়ল—"আমার মৃত্যুর আগে একটি কৌটোয় ভরে' এই চাবিটি—"

বাহাদুর লাফিয়ে উঠল—"থামো অমল, আর পড়তে হবে না।" এই বলেই সে তার জুতোর ভিতর থেকে ভুর্জ্জ পাতায় জড়ানো কি একটা জিনিষ বের করে তাড়াতাড়ি খুলে ফেল্ল। তারপর সেটা অমল আর ভাণ্ডুর নাকের কাছে তুলে ধরে চীৎকার করে' উঠল—"এই ছাখো অমল, এই ছাখো ভাণ্ডু—চাবি, চাবি, চাবি !"

তাইতো, সত্যিই তো এক অদ্ভুত ধাতুর তৈরি এই চাবি-খানা। আর এই ধাতুর রং এবং স্মৃতিস্তম্ভের দরজার ধাতুর রং যে একই রকমের, সে বিষয়ে আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

ভুর্জ্জ পত্রের মধ্যেও কয়েকটি সংস্কৃত অক্ষর ছিল। অমল সেটা বাহাদুরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে লাগল—

"ধন্যবাদ,—অদৃষ্টের গুণে আমার অতুল সম্পত্তির অধিকারী এখন তুমি।"

সংস্কৃত ভাষায় এই গুপ্ত স্থানের নির্দ্দেশও তাতে দেওয়া ছিল।

আনন্দে তিন জনেই দিশেহারা!

বাহাদুর সেই দরজায় চাবিটা ছোঁয়াবামাত্র 'খটাং' করে দরজাটা খুলে গেল। তিনজনে মিলে ঝুঁকে পড়ে সেই খোলা দরজা দিয়ে ভিতরের দিকে তাকাতেই—তাদের চোখ যেন ঠিকরে গেল। রাশি রাশি হীরা, মুক্তা, জহরত আর স্তূপাকার সোনা-দানার জেল্লায় চারধার যেন আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। আরো কয়েক রকম মূল্যবান ধাতু ও পাথর সেখানে রয়েছে—যা বাহাদুরদের সম্পূর্ণ অজানা। একখণ্ড বড় হীরার আলোয় গহ্বরের ভিতরটা যেন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত ঝকঝক করছে।

বাহাদুর, অমল আর ভাণ্ডুর বিস্ময়ের ভাবটা কিছু কাটলে, বাহাদুর বলে উঠল, এই ছাখো, গহ্বরটার ভিতরে একটা শাদা মারবেল পাথরের ফলকে আরো কি সব সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে।

ফলকটা তুলে নিয়ে অমল কৌতূহলের সঙ্গে সেটা পড়ে ফেলে বল্লে, "বাহাদুর, শোনো কি লিখেছে সেই তান্ত্রিক।" এই বলে সে পড়তে লাগল তার বাংলা অনুবাদ "সাবধান, সাবধান, এই গুপ্ত-গুহার সন্ধান পাওয়ার জন্যে এই প্রদেশের সমস্ত অসভ্যেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে। কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় সেই নরঘাতক পিশাচেরা আমার এই অতুল যোগলব্ধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। আমার সম্পত্তি সভ্যজগতের কোনো উপকারে আসে—আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা তাই। হে ভাগ্যবান

পুরুষ, আজ তুমি নিজ অদৃষ্ট বলে এই কুবেরের ভাণ্ডারের মালিক হয়েছ। যাতে তুমি নির্ব্বিঘ্নে এই সম্পত্তি উদ্ধার করে আবার সকলের অগোচরে নিরাপদ স্থানে যেতে পার—তার ব্যবস্থা করে দিলাম। পাথরের ফলকটির পিছনে একটি গুপ্ত পথের নির্দ্দেশ দেওয়া হোলো, সেই পথে তুমি অতি সহজে এই বিঘ্ন-সঙ্কুল অঞ্চল পার হয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে পারবে।"

*　　*　　*

*　　*

তখন ভোরের আলো আকাশের গায়ে সবে মাত্র ফুটে উঠেছে। রাতের আঁধার কেটে গিয়ে চারিধারে জেগে উঠেছে একটি স্নিগ্ধ সোনালী আভা। ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ প্রভাতী হাওয়া—দূর বনের কোলে মর্ম্মর ধ্বনি জাগিয়ে। চারিধারে জেগে উঠেছে যেন একটা নব জীবনের সাড়া। ঠিক এমনি সময়ে সেই রহস্যময় গুহার গোপন পথ দিয়ে বাইরের আলোয় বেরিয়ে এলো বাহাদুর, অমল আর ভাণ্ডু।

সামনেই ব্রহ্মপুত্র নদের একটানা স্রোত বয়ে চলেছে তর্‌তর্‌ করে। সদ্য-জাগা ভোরের আলোর সোনালি আমেজে তার জলে যেন ফুটে উঠেছে অজস্র সোনার ফুল। পাল-তোলা সব নৌকা চলেছে উজান স্রোতের টানে।

বাহাদুর বল্লে, "অমল এসো আমরা একটা নৌকা ভাড়া করে গৌহাটির দিকে যাই—তারপর সেখান থেকে ট্রেণে করে কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।" তারপর ভাণ্ডুর দিকে তাকিয়ে বল্লে, "ভাণ্ডু, তোমার সঙ্গের থলিটা কিন্তু সাবধানে রেখো,—খোয়া যেন না যায়!"

ভাণ্ডু ফোঁকলা দাঁতে হাসতে হাসতে বল্লে, "বড় খোকাবাবু, অদৃষ্ট গুণে যে জিনিষের সন্ধান আমরা পেয়েছি, এত কষ্ট, ঝড় ঝাপ্‌টার মধ্যেও যে জিনিষ আমাদের খোয়া যায় নি, আমার বিশ্বাস—তা আর খোয়া না যাওয়াই ভগবানের ইচ্ছা।—তুমি নিশ্চিন্ত থাক বড় খোকাবাবু!"